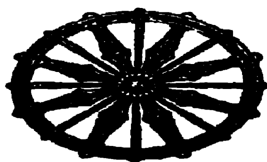
নাট্যকার

শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী



উত্তরায়ণ লিমিটেড
১৭০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী
৫৮।১।১ ডি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য—দুই টাকা

মুদ্রক—
শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন,
কলিকাতা

পরিচয়

আধুনিক ভারত গল্প উপন্যাস দিয়ে তার গদ্যসাহিত্য স্বরু করেছে। কাব্য ত উত্তরাধিকার সূত্রে বহুকালের সম্পত্তি। সবক্ষেত্রেই বাঙালী লেখকরাই অগ্রণী হয়ে দেখা দিয়েছেন। শুধু কালের অর্থাৎ সালতারিখের ক্ষেত্রেই নয়, ভাব আর আঙ্গিকের রাজ্যেও। নাটক খানিকটা পেছিয়ে থাকলেও বাংলার নাট্যশালার ইতিহাস কম গৌরবের বস্তু নয়। পঞ্চাঙ্ক দিয়ে স্বরু করে এক শতাব্দীর মধ্যে আমরা একাঙ্কিকায় এসে পৌঁচেছি। স্বর্গ থেকে মধুসূদন হয়ত স্নিগ্ধকৌতুকে হাসছেন। তাঁর 'শর্ম্মিষ্ঠা' দিয়ে স্বরু হয়েছিল বাংলা নাট্যের আদি পর্ব্ব। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' হয়ত আজও মঞ্চস্থ করা যায় আধুনিক আঙ্গিকে ; হয়ত তার সূচনা করলেন আমার তরুণ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী। নাট্যসাহিত্যে তাঁর অনুপ্রবেশ গভীর—সেটা নানাভাবে অনুভব করেছি এবং তার অকাট্য প্রমাণও পেলাম যেদিন 'নাট্যকার' রচনাটির পাণ্ডুলিপি তিনি পড়ে শোনালেন এক নিঃশ্বাসে।

এ রচনার দোষত্রুটি তিনি স্বাভাবিক বিনয়ে নিজেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই নাট্যকারের স্বপক্ষে যে দু'এক কথা বলা উচিত সেটা আমিই বলে যেতে চাই। বাস্তবঘেঁষা নাটক তিনি লিখে থাকেন ও সহজেই লিখতে পারতেন ; কিন্তু

বাস্তবের চারিদিকে এক কল্পনার পরিমণ্ডল—রামধনুর মত—কেমন করে দেখা দিল সে বিষয়ে হয়ত প্রথমে তাঁরও হুঁস ছিল না। ভাল অভিনয় করিয়ে যদি দেখানো যেতো, পাকা অভিনেতারা যদি নাট্যকার, সম্পাদক, রাজনৈতিক নেতা ইত্যাদির ভূমিকায় নামতেন, তাহলে নাটকটি গণমনকে নাড়া দেবেই বলে আমার বিশ্বাস। এ ধরণের নাটক প্রযোজনার জন্য বিশেষ মঞ্চ গড়ে তোলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তার দাবী জানিয়েছেন অরুণ চক্রবর্ত্তী এবং আমরা তার পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁর রচনার মধ্যে অবাধে স্থান পেয়েছে আমাদের এই দারুণ সংকটময় যুগের অনেক চেনা নরনারী যাদের স্থান দিতেই হবে মঞ্চে কারণ তারা আধুনিক জীবনের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক ভরে রয়েছে। বাংলার বিষম দুর্দিনেই হয়ত সূত্রপাত হবে ভবিষ্যৎমুখী এক বিরাট জীবন-নাট্যের ; মঞ্চের অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি যেন অনাগত যুগের নটনটীর পদক্ষেপ—সূত্রধারও যেন দেখা দিলেন বলে।

অরুণ চক্রবর্ত্তীর এই নূতন রচনার প্রারম্ভ শুভ হো'ক—এই প্রার্থনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

ভূমিকা

'নাট্যকার' নাটকের ভূমিকা লেখার প্রয়োজন বোধ করছি, যদিও সাধারণ নাটকের ভূমিকা দেবার প্রয়োজন থাকে না। 'নাট্যকার' ঠিক সাধারণ নাটক নয়—এটা 'Reading drama' পর্যায়ে পড়ে, যদিও এর অভিনয়-সম্ভাবনা নেই একথা ঠিক নয়। কিন্তু অভিনয়কে সম্ভব করে তুলতে সত্যিকারের প্রতিভার প্রয়োজন—এ সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। তাই আজকের বাংলার রঙ্গমঞ্চের দিকে চেয়ে এ নাটককে অভিনীত দেখবার সুযোগ হবে বলে মনে করি না—এটা দম্ভোক্তি নয়, সবিনয় নিবেদন।

'নাট্যকার' সাধারণ শ্রেণীর নাটক নয়—কেন সাধারণ শ্রেণীর নাটক হতে পারেনি তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন নাট্যকার-চরিত্র স্বয়ং যথেষ্ট পরিষ্কার করে। সেই কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলবার জন্য আমার ভূমিকা। 'নাট্যকার' নাটকে প্রধানতঃ একটি চরিত্র—নাট্যকার। নাটকটি তাঁর স্বপ্ন, এ স্বপ্নের মূলে আছে আজকের জগৎ—তাকে বুঝতে দেরী হবে না। কিন্তু নাটকে নেই ঘটনা-সংঘাত, যা নাট্যকার চরিত্রটীকে ক্রমপরিণতির পথে নিয়ে চলে—এটা তাঁর চিন্তাধারার রূপক প্রকাশ। সমাজের কয়েকটা খণ্ডচিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটা খণ্ডচিত্রের মধ্যে নাটকত্ব আছে, কিন্তু সে ঘাত-প্রতিঘাত নাটক হয়ে ওঠেনি; কাব্য হবার প্রবণতা ছিল রচনার মধ্যে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কাব্য হতে বাধা দিয়েছে তার তীব্র বাস্তব-ধর্মিতা। 'অভিলাষ' আর 'কল্পনা' চরিত্রকে যদি নাটকের নায়ক নায়িকা বলে ধরা হয় তা হলেও এটা

নাটক হয়ে ওঠেনি ; কারণ আশাবুকে তারা জন্ম নিয়েছে—নিরাশার মধ্যে তারা লয় পেযেছে। চরিত্রের পরিণতি হয়ত কিছু হয়েছে, ঘটনা সংঘাত হযত চরিত্রের প রণত এনেছে—কিন্তু সে ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য নেই, সংগতি রাখবার চেষ্টা করা গেছে, কিন্তু সেটাও কৃত্রিম। কৃত্রিম হতে বাধ্য, কারণ অভিলাষ আর কল্পনা—দুটোই যে মানুষের মনের দুটি ধারা চন্তাশীল মানুষের যা অভিলাষ, যা কল্পনা তার প্রত্যক্ষীভূত রূপ এ দুটি, কাজেই একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে এদের পরিণতি দেখতে গেলে নাট্যকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত।

দ্বিতীয যে কারণে এটা সাধারণ নাটক হতে পারেনি সেটি হচ্ছে এর সংলাপ অনেক স্থানে নাটকোচিত হযনি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। নাট্যকার, দেশনেতা, সম্পাদক, যে যেমন ভাবে কথা কয় এর কথার সংগে তাদেব সামঞ্জস্য নেই ; কিন্তু বাস্তবের চরিত্রাবলীর মনের কথা যদি রূপ নেয তা হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এরকম দাঁড়াবে বলে আমার ধারণা। বস্তুতান্ত্রিক জগৎ মানুষকে সংযত করেছে কিন্তু মানসলোকে সে বালাই নেই—সেখানে তার গতি অবাধ, তাই উচ্ছ্বাসও আসা অন্যায নয। তাই সংলাপে উচ্ছ্বাস এসেছে, বলাটা আবেগে বক্তৃতা হয়ে গেছে। এটাকে দোষদুষ্ট বললে 'নাট্যকার'কে অবিচার করা হবে।

নাটকের প্রধান অপরাধ কল্পলোকের প্রত্যক্ষীভূত মানুষ আর বাস্তব জগতের মানুষকে এক সুতোয় গাঁথতে যাওযা। 'অভিলাষ' আর 'কল্পনা' সাধারণ মানুষের সংগে কথা কইতে গিয়ে সংযম হারিয়েছে যেটা তাদের স্বাভাবিক, কিন্তু অন্যান্য চরিত্রও এদের সংস্পর্শে স্থানে অস্থানে এমন সব কথা বলেছে যেটা না বললেও চলত কিংবা না বললে ভাল হত ; কিন্তু তাতে করে 'নাট্যকারে'র অবাধ গতি ব্যাহত হত। বিষয়-বস্তুর জটিলতায় সাধ্যাতীত ত্রুটির জন্য সংবেদনশীল পাঠকের (বা দর্শকের ?) কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এ নাটকের পাণ্ডুলিপি অকৃত্রিম উৎসাহ সহকারে পাঠ করে শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস নাগ যে উৎসাহ উপদেশে এ নাটককে সুন্দরতর করে তুলতে সাহায্য করেছেন, তাঁর জন্য তাঁকে প্রণাম করি। নাটকটাকে মনোমত করতে ত্রুটি হয়ত রয়ে গেল, রসিক পাঠকের কাছে ক্ষমা চাওয়া রইল।

১লা বৈশাখ
১৩৫৮

বিনীত
শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী

যাদের নিয়ে নাটক

নাট্যকার,

অভিলাষ, কল্পনা,

নাট্যকারের স্ত্রী, শিশুপুত্র,

কবিতা, অলকা, নিভা, লতিকা,

শিশির, নবীন, রবীন, সলিল,

রায় বাহাদুর, অ্যাঃ পুলিশ কমিশনার,

সম্পাদক, সাহিত্যিক, তরুণ লেখক,

দেশ-সেবক, চিত্র-পরিচালক, চিত্র-তারকা,

বাস্তুহারা, শ্রমিক-নেতা, শ্রমিকগণ, শ্রমিক-সর্দার,

প্রযোজক, দর্শকবৃন্দ, পুলিশ-অফিসার, কারারক্ষী ইত্যাদি।

নাট্যকার

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দরিদ্র নাট্যকার বিজয়কেতন সিংহরায়ের গৃহের একটি কক্ষ, এক দিকে খাটিয়ায় রুগ্ন শিশুপুত্র শুইয়া আছে। সাম্‌নে একটি ভাঙ্গা চৌকি। সামনের একটি পায়ার বদলে সারি সারি ইট সাজান আছে। পাশে একটি টেবিল—তাহাতে অগোছাল অবস্থায় রাশীকৃত ছিন্ন, অর্ধছিন্ন এবং নূতন পুস্তক ও খাতাপত্র পড়িয়া আছে। ঘরের দেওয়ালে চূণবালি খসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর প্রতিকৃতি টাঙ্গান আছে।

কাল—প্রাতঃকাল; তখনো একটু অন্ধকার রহিয়াছে। দেখা গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে নাট্যকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দৃশ্যাভিনয়ের সংগে সংগে আলোক বিকশিত হইয়া উঠিল।

নাট্যকার। আমি শ্রাবণপ্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা।
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী।
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।

পুত্র। (ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া)—বাবা!

নাট্যকার। আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গপাতাল মর্ত্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

পুত্র। বাবা, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

নাট্যকার। অঁ্যা?

পুত্র। বাবা, আমার যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

নাট্যকার। ওরে, চুপ কর্; চুপ কর্। নাট্যকারের ছেলে—এই দরিদ্র, অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ বাংলা দেশের নাট্যকারের ছেলের ক্ষিধে পেতে নেই! তার ক্ষিধে পাওয়া অপরাধ!

পুত্র। বাবা, কাল থেকে জ্বর হয়েছে। কাল থেকে যে আমি কিছু খাইনি।

নাট্যকার। ওরে চীৎকার করে বল্—
হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে কোরেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান

কণ্টক-মুকুট-শোভা! দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।

পুত্র। কি করে বল্‌ব বাবা? কাল থেকে যে আমি কিছু খাইনি, আমার যে এতটুকু শক্তি নেই বাবা!

নাট্যকার। শক্তি নেই?—অ্যাঁ, শক্তি নেই!

[নাট্যকার-গৃহিণী মহামায়া প্রবেশ করিলেন, দেহ-লাবণ্যে ঝলমল, সর্বাঙ্গে লাল পাড়ের শাড়ী, হাতে দুগাছি লাল শাঁখা, কপালে গোলাকার সিন্দূরের টিপ]

মহামায়া। কি করে শক্তি থাক্‌বে? কাল থেকে বাছা আমার কুটোটি দাঁতে কাটে নি।

নাট্যকার। (ব্যাকুল স্বরে) চুপ্‌ কর, চুপ্‌ কর। ওভাবে কথা কোয়ো না। তুমি নাট্যকারের স্ত্রী—তোমার স্বামী ক্রান্তদৃক্‌। সে স্রষ্টা, প্রজাপতির মত সে সৃষ্টি করে। তুমি গৌরব অনুভব কর, সান্ত্বনা পাবে।

মহামায়া। পেটে যখন আগুন, তোমার মুখের কথায় তাকে নেভাই কেমন করে?

নাট্যকার। নাট্যকারের দুটো জগৎ—একটা প্রয়োজনের, আর একটা অপ্রয়োজনের। এই অপ্রয়োজনের জগৎ আমায় সমস্ত ভুলিয়ে দেয় মহামায়া, তোমার মায়াও আমি কাটাতে পারি। কিন্তু প্রয়োজনের জগতে আছ তুমি। তাই তোমাকে ঘিরে আমার সান্ত্বনা, এখানে হয়ত উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু……

পুত্র। বাবা, আমার যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে বাবা!

মহামায়া। ওগো বলে দাও, আমি কি করব? আমার রোগা ছেলেটা ক্ষিধের জন্যে কাঁদে। আমি নাট্যকারের স্ত্রী, কিন্তু আমি যে মা; আমি চুপ করে থাকি কেমন করে?

নাট্যকার। হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা,
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা, নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ-ফাঁসি, বল নাকো মিষ্টভাষ।

মহামায়া। ওগো, কবিতায় তোমার মন ভরে জানি; আমিও শান্তি পাই, কিন্তু রোগা ছেলের ক্ষিধে ত মেটে না।

নাট্যকার। আমি জানি মহামায়া, আমি তা জানি। ক্ষুধার যে জ্বালা, বঞ্চিতের বঞ্চনার যে বেদনা আমি তা জানি। আমি নোতুন নাটক রচনা করব মহামায়া; এই হবে তার মর্মকথা, কিন্তু লিখব কিসে? কাগজ—কাগজ কোথায়? হ্যাঁ ভাল কথা, ওই বিছানার তলায় একটা টাকা আছে মহামায়া, রতনকে পাঠিয়ে দাও; ও কাগজ নিয়ে আসুক।

মহামায়া। তোমার কাছে টাকা আছে, অথচ ছেলেটা কাল থেকে কিছু খায়নি! এই টাকায় তাকে আমি পথ্য কিনে দেব।

নাট্যকার। কি বলছ, মহামায়া! আমার নোতুন নাটক……

মহামায়া। তুমি………(নীরবে কাঁদিতেছেন)

নাট্যকার। তুমি কাঁদছ মহামায়া? তোমার চোখে জল?

পুত্র। বাবা, আর সহ্য করতে পারছি না বাবা।

নাট্যকার। বাবা।

পুত্র। মা, একটু জল দাও।

[মহামায়া গৃহকোণে রক্ষিত কলসী হইতে জল লইয়া পুত্রকে দিলেন—নাট্যকার সেইদিকে চাহিয়া আছেন]

নাট্যকার। মহামায়া, আমি বুঝতে পারি আমি দরিদ্র। নাট্য-রচনার বিলাস আমার নয়।

মহামায়া। ক্ষিধের জ্বালায় রোগা ছেলেটা যখন ছটফট করে আমি আর সহ্য করতে পারি না।

নাট্যকার। নিয়ে যা বাবা, এই টাকা তুই নিয়ে যা। আমার কাগজের প্রয়োজন নেই। আমি এখন নাটক রচনা করব না।

[ছেলেটি টাকা লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মহামায়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখে জল]

আমার গৃহ-রঙ্গমঞ্চে সদাসর্ব্বদাই ত নাটকের অভিনয়, ওগো ভগবান! তুমি যেখানে নাট্যকার, সেখানে আমার এ লেখনীর বিলাস কেন?

…হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে খাওনিক কিছু,
কালি হতে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর।

মহামায়া। ওগো!

নাট্যকার। আমি জানি মহামায়া, অপ্রয়োজনের জগতে আমি দ্বিতীয় প্রজাপতি, কিন্তু প্রয়োজনের জগতে আমি যে পিতা, ক্ষুধাতুর সন্তানের মর্মবেদনা আমাকেও ব্যথিত করে মহামায়া।

মহামায়া। তোমার মুখে একথা মানায় না, তুমি চিরদিন কবি থাক, নাট্যকার থাক, সংসারের দীনতায় হীনতার বেদনা তোমার বুকে বিশ্ববেদনার স্থান নিক। তুমি তাকে নিজস্ব করে হীন হয়ে যেও না।

নাট্যকার। তোমার অনুপ্রেরণা আমায় মানুষ করেছে মহামায়া, তাইত সব ব্যথা ভুল্‌তে চেষ্টা করি সেই পরম দিনের কথা স্মরণ করে।

[ধীরে ধীরে উঠিয়া নাট্যকার দেওয়ালের গায়ে একটি কাগজ আঁটিয়া দিলেন, তাহাতে লেখা আছে—

বাণী নাট্যমঞ্চে
"অমানীশা"
নাট্যরচনা—বিজয়কেতন সিংহরায়

মহামায়া। তোমার নাটক মঞ্চস্থ হবে?

নাট্যকার। মহলা চল্‌ছে; অভিনেতা, অভিনেত্রীবৃন্দ নোতুন অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেশ বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে, এক নোতুন সৃষ্টি—রক্তঝরা দ্বিখণ্ডিত দেশের বুকে পশুর তাণ্ডব নর্তনে জাতির মনোভাব রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আমার

নাটকের দৃশ্যে দৃশ্যে। নবীন উন্মাদনায় জাতি আমাকে আলিঙ্গন করবে, শ্রদ্ধা জানাবে পথভ্রষ্টা বলে। মহামায়া! আমার আশা, আমার কামনা ধীরে ধীরে সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে। (নীরব) আমার যাত্রা জয়যুক্ত হবেই।

মহামায়া। ওগো, তুমি স্থির হও; আমি জানি, সহৃদয় সমবেদনশীল জাতির শ্রদ্ধা তুমি পাবেই, কিন্তু তুমি বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছ; তুমি শান্ত হও।

নাট্যকার। মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত!

[নাট্যকার হাঁপাইতে লাগিলেন]

[নেপথ্যে]—নাট্যকার! নাট্যকার!

মহামায়া। তোমায় কে ডাকছে, আমি যাই।

[তিনি প্রস্থান করিলেন]

নাট্যকার। এস, ভেতরে এস।

[প্রযোজকের প্রবেশ]

কি সংবাদ প্রযোজক, আমার নাটকের মহলা চলছে কেমন?

প্রযোজক। আমি তোমাকে বার বার বলেছিলাম নাট্যকার, তোমার নাটকে বিষ আছে, বিদ্রোহের জ্বালা আছে, উল্কার গতি আছে, ও সব বন্ধ কর; তুমি আমার কথা শুন্‌লে না…

নাট্যকার। কি করে শুনবো? যে মঞ্চ হবে দেশের পথদ্রষ্টা, ব্যবসার খাতিরে তোমরা তাকে বিলাসের, কামনার, লাম্পট্যের বস্তু করে তুলেছো; আমার লেখনী ত তার সহায়তা করতে পারে না—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,

প্রযোজক। নোতুন যুগের নোতুন স্রোতে আজ সব কিছু বদ্‌লে যেতে বসেছে, প্রেমের প্যানপ্যানানি তরুণ দেশ আজ বরদাস্ত করতে পারে না, সাধারণ প্রযোজকের মত তবু সেই সস্তার চালে কিস্তিমাৎ না করে আমি তোমায় নিয়ে নোতুন পথে যেতে চেয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, তোমার গরম বুক্‌নির সংগে সংগে আমার বক্স-অফিস হয়ত ভরে উঠবে। একটা নোতুন এক্সপেরিমেণ্টের কথা আমি ভাবলুম। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তা হতে দিল না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, তার দুর্বলতার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিবাদ তারা বরদাস্ত করতে পারলে না; তাই আইন বাধা দিলে তোমার নাটককে মঞ্চস্থ করতে,…

নাট্যকার। অ্যাঁ ?

প্রযোজক। হ্যাঁ, নাট্যকার···

নাট্যকার। কিন্তু আমার স্বপ্ন যে নোতুন মানুষ গড়ে তুলব ; তাদের বুকে করব নোতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা,···

প্রযোজক। গভর্ণমেণ্ট সে কথা স্বীকার করে না।

[পুলিশ অফিসার ও দুইজন কনষ্টেবলের প্রবেশ]

নাট্যকার। কে তোমরা ? কি চাও ?

অফিসার। আপনিই নাট্যকার বিজয়কেতন সিংহরায় ?

নাট্যকার। হ্যাঁ,

অফিসার। আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

নাট্যকার। আমার অপরাধ ?

[অফিসার টেবিল হইতে কাগজপত্র লইতেছেন]

ওগুলো নিচ্ছেন কেন ? ওযে আমার নোতুন রচনার পাণ্ডুলিপি।

অফিসার। আপনার রচনা বাজেয়াপ্ত করবার আদেশ আমি পেয়েছি।

নাট্যকার। কি অপরাধ আমার ?

অফিসার। শুনেছি আপনার কলমে বিষ আছে ; রাষ্ট্র সে বিষের জ্বালা সহ্য করতে পারে না, জাতি সে বিষ বরদাস্ত করে না।

নাট্যকার। ভুল বুঝেছ মূর্খের দল। না না, তোমরা ভুল বোঝনি, জেনে শুনে ভুল করেছ ; আমার লেখায়

বিষ নেই, আছে মৃতসঞ্জীবনীর শক্তি। অজ্ঞানতার বিষ, লোলুপতার বিষ, নগ্ন স্বার্থপরতার বিষ, সাম্প্রদায়িকতার বিষ—সব বিষের ক্রিয়া তাতে নষ্ট হয়। তোমরা তা চাও না; তোমাদের নেতারা তা চায় না; তাই আমার রচনার মৃত-সঞ্জীবনী তাদের কাছে প্রাণঘাতিনী হয়ে দাঁড়ায়।

অফিসার। চুপ করুন, নাট্যকার; আপনাকে কোন কথা বল্‌তে দেওয়া হবে না।

নাট্যকার। আমি জানি, আমি তা জানি; বলার শক্তি যদি আমার নষ্ট না করে দেওয়া যায়, নগ্নতার ওপর উদারতার আবরণ যে ছিন্ন হয়ে পড়বে, তোমরা তা চাওনা। আমি জানি কেউ তা চায় না।

অফিসার। আসুন নাট্যকার, আপনাকে আমাদের সংগে যেতে হবে।

[মহামায়া বেগে প্রবেশ করিলেন]

মহামায়া। ওগো, সত্যি তোমায় যেতে হবে?

নাট্যকার। এরা যে নিয়ে যাবেই, কিন্তু আমার যাবার সময় চোখের জলে সে পথ তুমি ভিজিয়ে দিও না মহামায়া।

মহামায়া। [স্থির ও সংযত হইয়া]—না না, আমি কাঁদব কেন? আমার দুঃখ কিসের? আমি ত জানি, তুমি কোন অন্যায় কর নি, নিজের ব্যথা ভুলে

বিশ্বের ব্যথা, জাতির ব্যথাকে দূর করবার ব্রত গ্রহণ করেছ তুমি, এ আঘাত তোমায় পেতেই হবে, তা ত আমি জানি।

নাট্যকার। আমি আঘাত পাচ্ছি মহামায়া ; কিন্তু আমার ব্রত, আমার সাধনা অটুট। আমার জাতির বুকে জীবন্তের প্রাণস্পন্দন উপভোগ আমার স্বপ্ন ; সে স্বপ্ন আমি সার্থক করবই—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সংগী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অংগে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

[আবৃত্তির মধ্যে পুলিশ নাট্যকারকে লইয়া চলিয়া গেল—সাথে প্রযোজক। মহামায়া স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন]

মঞ্চ ঘুরিতেছে

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি।

[আবছা অন্ধকার ঘর, একটি খাটিয়া পাতা আছে; পিছনে প্রবেশের লোহার দরজা, গরাদের ফাঁক দিয়া ওপারের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, নাট্যকার একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।]

নাট্যকার। এক—[নীরব]; দুই—[নীরব]; তিন—[নীরব]; চার—[নীরব]; পাঁচ—[নীরব]; পাঁচদিন কেটে গেল। আমি কিছু পড়িনি, আমি কিছু লিখিনি, আমি কিছু চিন্তা করি নি, উপায় ছিল না······ [নীরব]—না না, এমন করলে আমি পাগল হয়ে যাব। অনেক কথা আমার জানাবার আছে মানুষকে, সমস্ত কথা যদি বুকের মধ্যে বন্দী অসহায় পাখীর মত ছটফট করতে থাকে, আমি পাগল হয়ে যাব! কে আছ কোথায়? [দরজা নাড়িতে নাড়িতে] কে আছ কোথায়?

প্রহরী। [দরজার বাহির হইতে] বাবু চিল্লাও মৎ।

নাট্যকার। চেঁচাব না? আমি চেঁচাবই। বল তোমার সাহেবকে, আমি বই চাই, কাগজ চাই; আমাকে পড়তে হবে, চিন্তা করতে হবে, লিখতে হবে।

প্রহরী। আরে বাবু, কিতাব দেনা মানা হ্যায়।

নাট্যকার। রেখে দাও তোমার মানা। আমায় বই দাও, কাগজ দাও। আমি লিখব।

প্রহরী। আরে চুপ রহো বাবু। সাহেব আরহেঁ হ্যয়।

নাট্যকার। আমি কি তোমার সাহেবকে ভয় করি?

উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
দ্যুলোক ভূলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর;
মম ললাটে রুদ্র-ভগবান, জ্বলে রাজ-রাজটীকা
দীপ্ত জয়শ্রীর।

[দরজা খুলিয়া অফিসার প্রবেশ করিলেন]

অফিসার। আপনি চীৎকার করছেন কেন? পাশের সেলে যারা আছে তাদের অসুবিধা হচ্ছে।

নাট্যকার। আমি চীৎকার না করে পারি? আচ্ছা বলত— তুমি ত শিক্ষিত, তুমি ত বুদ্ধিমান, তুমি বল— আমার অনেক কথা দেশকে বলবার আছে; আমাকে যদি কিছু বল্‌তে না দেয়, আমাকে যদি কিছু লিখ্‌তে না দেয়, আমি স্থির থাকি কেমন করে?

অফিসার। আপনি গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে কেন লেখেন ?

নাট্যকার। আমি ত কারুর বিপক্ষে নয়, আমার সাথে ত কারুর বিবাদ নেই। কিন্তু যখন এই হতমান স্বার্থসর্বস্ব জাতির দিকে চোখ ফেরাই, আমার মনে আসে প্রতিকারের বাসনা।

অফিসার। কে আপনাকে প্রতিকার করতে বলেছে ? তুচ্ছ সাধারণ মানুষ আপনি, খান দান থাকুন ; এত বড় বড় চিন্তাই বা আসে কেন আপনার মনে ?

নাট্যকার। দূর হও মূর্খ। ভেবেছিলাম, তুমি বুদ্ধিমান ! ওরে তুই কি করে জান্‌বি—'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি'। প্রজাপতি ব্রহ্মার মত সত্যদ্রষ্টা কবি, নৃচক্ষা কবি সৃষ্টি করে নোতুন যুগ, নোতুন মানুষ। আমায় বই দাও, আমায় কাগজ দাও, আমি লিখব। যে কথা আমি চিন্তা করেছি, তাকে প্রকাশ করতে না পারলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব।

অফিসার। আপনাকে লিখতে দেওয়া হবে না, আদালতের সে ইচ্ছা নেই। তবে বই আপনাকে দেব।

নাট্যকার। কি, আমাকে লিখতে দেবে না ! আমি চিরদিন এই জেলের মধ্যে বসে থাকব, কিছু লিখ্‌ব না ?

অফিসার। না !

নাট্যকার। ওরে মূর্খের দল, এ যে কি কঠিন শাস্তি, তা তোরা বুঝবি না। যখন কবির মনে আসে চিন্তাধারা,

যখন আসে রচনার বাসনা, তখন তাকে যদি লিখ্‌তে না দেওয়া হয়—ওঃ ভগবান! সে কষ্ট আমি কল্পনা করতে পারি না।

অফিসার। চুপ করুন, আপনার জন্য আমি বই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি বই পড়ুন, মাত্র তিন মাস আপনি এখানে থাকবেন; তারপর আবার লিখ্‌বেন।

নাট্যকার। দাও, বই পাঠিয়ে দাও; পাঁচদিন আমি কিছু পড়িনি, কিছু চিন্তা করিনি, কিছু লিখিনি।

[কথার মাঝে অফিসার প্রস্থান করিলেন]

আমার পড়বার উপায় ছিল না; আমার লেখবার উপায় ছিল না; আমার চিন্তা করবার উপায় ছিল না, আমাকে শুধু উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

[দরজার বাহিরে বই হাতে একটি লোককে দেখা গেল]

লোকটি। সিপাহিজী, দরজা খুলে দাও; বইগুলি ওঁকে দেব।

নাট্যকার। [পিছন ফিরিয়া] বই এনেছ আমার জন্য? দাও, দাও, কতদিন আমি বই পড়িনি; কতদিন আমি লিখিনি, কতদিন আমি চিন্তা করিনি।

লোকটি। দাঁড়ান, পাহারাওয়ালা দরজা খুলুক।

নাট্যকার। তুমি জান, অভাব, অনটন, অভিযোগ—সংসারের জ্বালা কি নিদারুণ! যতবার বইএর দিকে মন দিতে গেছি, যতবার লেখবার জন্য উদ্যোগ করেছি আমার সব কিছু ব্যর্থ করে দিয়েছে ঐ সংসারের

অভিযোগ, "আমায় খেতে দাও, আমায় খেতে দাও"—এই চীৎকার আমার বুকের মাঝে এমন জ্বালা ধরিয়েছে যাতে করে আমি মনঃসংযোগ করতে পারি নি। সিপাই! দরজা খুলে দাও; বই এসেছে, এখানে বাইরের গোলযোগ নেই। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে পারব……লিখবও, কাগজ দেবে না! না না, কাগজের জন্যে আমি তোমাদের পায়ে মাথা খুঁড়ব। তোমরা কি আমায় কাগজ না দিয়ে থাকতে পারবে?

[কথার মাঝে প্রহরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল]

লোকটি। এই নিন বাবু, বই নিন—সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নাট্যকার। বাঃ! বাঃ! দাও, বাঃ!

[বইগুলির উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ কি দেখিয়া তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন]

—একি! একি বই! "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা", "পতিতার কামসূত্র"। একি! "যৌবন যে এল বুঝি"…ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এ বই কে চেয়েছে? আমি কি এই বইএর কাঙাল? উলঙ্গ নারীর ছবি! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

লোকটি। এই বই আপনাকে পড়তে হবে; সাহেব পাঠিয়েছে।

নাট্যকার। হায় ভগবান! এত মূর্খ, এত নীচ এরা শাসন-বিভাগের এত উচ্চস্তরে বসে আছে? এ দেশ

ধ্বংস হবে না ত কি! যাও, যাও, নিয়ে যাও; এসব আমি পড়ব না, স্পর্শ করতে ঘৃণা হয়।

লোকটি। সাহেবের আদেশ, এই বই-ই আপনাকে পড়তে হবে।

নাট্যকার। না না, আমি ওসব বই পড়ব না, দেশে কি বইএর অভাব! মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সেকস্‌পিয়ার, মিলটন, রুসো, ভলটেয়ার, গোর্কি—এদের কারুর রচনা কি তোমাদের কাছে নেই?

লোকটি। কে জানে মশাই, ওসব বাজে বই এখানে থাকে না।

নাট্যকার। তবে এগুলো নিয়ে যাও।

লোকটি। আমি পারব না; পড়তে হয় পড়ুন, না হয় রেখে দিন।

[লোকটি রাগত ভাবে প্রস্থান করিল]

[প্রহরী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নাট্যকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একবার একটি বই লইতে গেলেন, আবার সরিয়া আসিলেন। ঘর ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল।]

নাট্যকার। ছয়—[নীরব]; সাত—[নীরব]; আট—[নীরব]; নয়—[নীরব]; দশ—[নীরব]; দশদিন কেটে গেল। উঃ মাগো, আমার মনস্কাম কি তবে পূর্ণ হবে না!

[নাট্যকার ধীরে ধীরে খাটিয়ায় উপবেশন করিলেন। আস্তে আস্তে শয়ন ও নিদ্রা—বাঁশীর সুরে গভীর রাত্রির

ইংগিত। স্বপ্ন—কারাকক্ষের দুইদিক হইতে দুই জন, এক নারী ও এক পুরুষ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখে উজ্জ্বল আলোকপাত হইল।]

নাট্যকার। (চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া)—কে? কে তোমরা?

পুরুষ। আমি অভিলাষ; লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত নিপীড়িত অসহায় মানুষের হৃত মনুষ্যত্বের আমি প্রতীক, অত্যাচার সহ্য করে করে যারা যন্ত্র হয়ে গেছে, ভাগ্যবানের বিলাসের উপকরণ যোগাতে যারা আত্মবলি দিয়েছে, তাদের বুকে আমার জন্ম। সেই রিক্ত সর্বহারাদের অপ্রকাশিত নীরব যে বাসনা, যে কামনা মানুষের পায়ের তলায় প্রকাশের জন্য মাথা খুঁড়ে মরে, আমি তার মূর্ত প্রকাশ—তাই আমি অভিলাষ।

নাট্যকার। আর তুমি—তুমি কে মা?

নারী। আমি কল্পনা। একদিন নারী ছিল দেবী। সে ছিল জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্মী। বিজয়লক্ষ্মী শক্তিরূপিণী সেই নারী পুরুষকে দিয়েছে শক্তি, দিয়েছে প্রেরণা; করেছে সৃষ্টি নোতুন সমাজ, নোতুন সংসার। আজ ধরার দুলালী মেয়ে কামনার আগুনে দিল আত্মাহুতি। সুধাদাত্রী আজ বিষকন্যা হয়ে উঠেছে। নারীত্বের এ পরাজয়ে আমি ব্যাকুল হয়ে স্বপ্ন দেখি সেই বিজয়লক্ষ্মী নারীর, যারা কামনায় কলুষিতা নয়;

যারা ব্যাভিচারিণী নয়। আমি কল্পনায় সে যুগের মহিয়সী নারীর ছবি দেখ্‌তে পাই—তাই আমি কল্পনা।

নাট্যকার। অভিলাষ আর কল্পনা—নিপীড়িত মানুষের অপ্রকাশিত বাসনার মূর্ত প্রকাশ; নারীর মৃত নারীত্বের শবদেহে শবাসনা মহিয়সী নারীর নারীত্বের জন্য মহাসাধনা। চমৎকার! আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার এতদিনের চিন্তা সার্থকতায় ভরে উঠেছে।

[অভিলাষ ও কল্পনা নাট্যকারকে প্রণাম করিল]

তোমরাই হবে আমার নাটকের নায়ক-নায়িকা। এমন নায়ক-নায়িকার অন্বেষণে আমি মনের গভীরে চলে গেছি; সেখানে ব্যর্থ বৃহতের মহাসমারোহের বেদনার মধ্যে দর্শন পেয়েছি তোমাদের। হে ভগবান! ভাগ্যবান আমি, আমার নাটক রচনা ব্যর্থ হতে পারে না। অবমানিত অবহেলিত জাতির জাতীয় রঙ্গমঞ্চে আমি এমন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করব, যাতে করে সারা দেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে; অত্যাচারীর রুধিরাক্ত শকটের গতি হয়ে যাবে রুদ্ধ।

অভিলাষ। আশীর্বাদ করুন নাট্যকার, অন্তর থেকে যাকে সাধনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সে ব্যর্থ হবে না।

নাট্যকার। এ ব্যর্থ হতে পারে না; সার্থকতার নোতুন আলো ঝলমল করছে তোমার চোখে।

কল্পনা। আশীর্বাদ করুন নাট্যকার—আপনার কল্পনা শুধু কল্পনা থাক্‌বে না, বাস্তবে একদিন তাকে প্রকটিত হতেই হবে। নাট্যকার, সেদিন—সে মহাদিনে সমস্ত পৃথিবীর রং যাবে বদলে; পৃথিবী আবার স্মরণ করবে তার ভুলে যাওয়া তপোবনের সামস্তোত্রগাথা।

নাট্যকার। এ যে হতেই হবে কল্পনা; তোমার সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তাতে আছে সৃষ্টির প্রবাহ। নাগিনীর মত আমার মনের অন্ধকার পাতাল ফুঁড়ে তুমি বেরিয়ে এসেছ। যাও মা—সমস্ত পৃথিবীর মোহান্ধকার দূর করে দাও; চীৎকার করে বল—

অসতো মা সদ্‌গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃর্ত্যো মা অমৃতম্‌গময়।

অভিলাষ। আমরা চঞ্চল হয়েছি গুরুদেব, অপমানিতা সর্বহারা বসুন্ধরার কাতর ক্রন্দন এসে কানে বাজছে।

কল্পনা। কানে এসে বাজছে গুরুদেব, কলঙ্কিনী কামনায় কলুষিতা অভিশপ্তা নারীর নীরব বিলাপ-ধ্বনি।

নাট্যকার। তোমরা আমার সৃষ্টি। তোমাদের ছেড়ে দেব এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে, মানুষে মানুষে যে স্বার্থের হানাহানি, নীচতার হীনতা, অন্ধকারের জ্বালা, সেখানে আনতে হবে আলোর স্রোত—জ্ঞানের আলো। যাও, চলে যাও। ওই দেখ আকাশের দিকে চেয়ে—তেত্রিশ কোটি দেবতা আজ পুষ্প

বৃষ্টি করেছেন। ওই দেখ—শয়তানের থরথর কম্পমান দেহ; যাও, চলে যাও! মহামানবের মহাবেদনায় মহাশক্তির উত্থান আজ হবেই হবে, আমার সৃষ্টি ব্যর্থ হতে পারে না।

[নীরবে কল্পনা ও অভিলাষ চলিয়া গেল]

অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।
অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।
অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

কিন্তু ওকি! ওকি কালো মেঘের ছায়া। তন্দ্রাতুর তপন লালে লাল হয়ে গেছে। মৃত্যুর বুকে যারা অমর হয়ে গেছে, তারা নক্ষত্র হয়ে আলো দিচ্ছে। ওর মাঝ দিয়ে, ওই ক্ষীণালোকের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতেই হবে।

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছুলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণ মিনতি মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

[ধীরে ধীরে নাট্যকার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন]

(মঞ্চ ঘুরিতেছে)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়ান্ধকার ইউনিয়ন কক্ষ।

[একদিকে অভিলাষ নীরবে বসিয়া আছে; চীৎকার করিতে করিতে ছাত্রেরা প্রবেশ করিল; তাহাদের চেহারায় অবসাদের চিহ্ন।]

শিশির। ইনক্লাব—

সকলে। জিন্দাবাদ।

অভিলাষ। (নীরব)

শিশির। ছাত্রের দাবী—

সকলে। মান্‌তে হবে। (হাসির তোড়)

শিশির। দেখ্‌লি রবি, বলেছিলুম না—ছাত্রেরা যদি এক-জোট হয়, কর্তৃপক্ষ কিছু করতে পারবে না। আমরা পরীক্ষা দেব না—আমাদের কথা শুন্‌তেই হবে। শেষ পর্য্যন্ত শুনতে হল ত!

নবীন। কেমন মজা! বলে, পরীক্ষা দিতে হবে। আরে, পরীক্ষা দেবো কোথা থেকে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, সারা বছর ত 'ছাত্র ফেডারেশন' আর 'ছাত্র ইউনিয়ন' করে কাটল। পরীক্ষা অন্ততঃ একমাস পেছিয়ে না দিলে কিছুই করতে পারব না।

রবীন। উঃ, কদিন কি কষ্টই না গেছে! হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে ভাই বড় হাঙ্গামা।

শিশির। আরে, ও অস্ত্র না হলে কোন কাজই হয় না। গান্ধীজী ইংরেজকে তাড়ালে এই হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেই; আর আমরা মাত্র একমাস পরীক্ষা পেছিয়ে দিতে পারব না!

নবীন। আমাদের দাবী—ছাত্রদের দাবী মান্‌তেই হবে।

রবীন। ভাল কথা, একদিন সিনেটে মিটিং চলবার সময় যে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করা হয়েছিল, তার জন্য আমার এক টিন সিগারেট খরচ হয়ে গেছে। দামটা ভাই, ইউনিয়নের টাকা থেকে দিয়ে দিস।

শিশির। ফুঃ! এখনও তুই টাকার কথা ভাব্‌ছিস্‌। জানিস, একমাস পরীক্ষা পেছিয়ে গেছে।

রবীন। না ভাই, বোনের কাছ থেকে ধার করে এনেছি। ওটা দিতেই হবে। তাছাড়া ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের দিকে জুতো ছুঁড়ে মারলুম, আমায় ত তোদের একশ' টাকা দেওয়া উচিত।

শিশির। আচ্ছা! আচ্ছা! হ্যাঁরে, আমাদের প্রোসেসানে কেতকী সেন ছিল না? কোথায় গেল?

রবীন। কেন, লক্ষ্য করিস নি? অমিয়'র সাথে সব সময় পাশাপাশি চলছিল—হঠাৎ এক সময় দেখি সট্‌কে পড়েছে।

শিশির। সে কি রে! গেল কোথায়?

রবীন। কোথায় আবার, আমায় অমিয় অনেক করে বারণ

করে গেছে বলতে, মেট্রোতে এডি ক্যাণ্টরের বই দেখ্‌তে গেছে।

নবীন। বাহোবা! বাহোবা! লাকি ডগ্‌!

শিশির। আমরা রোদে রোদে ঘুরে মরলুম, আর অমিয় ত বেশ কাজ গুছিয়ে নিলে।

অভিলাষ। হা-হা-হা-হা (উচ্চহাস্য)

নবীন। একি, কে আপনি ?

অভিলাষ। আপনাদেরই একজন!

শিশির। আপনি অমন হাস্‌ছেন কেন ?

অভিলাষ। আপনাদের দেখে না হেসে যে থাকৃতে পারছি না ভাই।

নবীন। জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে উঁচু বিভাগের ছাত্র আমরা, দেশের ভাগ্যবিধাতা একদিন আমরাই হব।

অভিলাষ। তাইত হাসি পায় আরও; কিন্তু সে হাসির সংগে রক্তও ঝরে পড়ে।

শিশির। সেন্টিমেণ্টাল ফুল! আপনাকে কোথায় দেখেছি বল্‌তে পারেন ?

অভিলাষ। সর্বত্র; আপনাদের ক্লাসেও আমাকে দেখেছেন।

নবীন। আরে না, না—কল্পনা বলে একটা মেয়ের সাথে ঘুরতে দেখেছি।

অভিলাষ। ঠিক ওইটুকুই দেখেছেন ? আর নয় ?

শিশির। আর এখন দেখ্‌ছি, ছাত্র হয়েও আপনি আমাদের সমগোত্রের নয়।

অভিলাষ। আমি আপনাদের দলেই; তবে তখন, যখন আপনারা মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করেন যে আপনারা যারা সমাজের এত উচ্চস্তরে আছেন বলে দাবী করেন, তারা মনে মনে কত হীন।

রবীন। আমাদের অপরাধ আমরা ছাত্র-রাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট—এই ত আপনি বল্‌তে চান।

অভিলাষ। ছাত্রের তপস্যা অধ্যয়ন, রাজনীতি অধ্যয়নের অঙ্গ —একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু একে—এই রাজ-নীতির ভাণকে আমি সত্য বলে স্বীকার করিনা।

শিশির। বয়ে গেল আমাদের। জানেন, দেশের নেতারা আমাদের কি ভাবে উৎসাহ দেয়!

অভিলাষ। নেতৃত্বের মোহে স্বার্থপর একদল লোক আপনাদের কোথায়, কত নীচে নামিয়েছে, আপনারা যদি একবার লক্ষ্য করেন, হয়ত শিউরে উঠ্‌বেন।

নবীন। আপনি নেতাদের গালাগালি দিচ্ছেন। ওঃ, আপনি নিজে বুঝি নেতা হতে চান? এই দোষেই দেশটা গেল। সবাই বলে—নেতা হব। আরে, সবাই যদি নেতা হয়, ফলো করবে কে?

অভিলাষ। শুনুন! নেতারা নিজেদের কাজ আদায়ের জন্য আপনাদের টেনে নামাচ্ছেন। তাঁরা বলেন—ছাত্র-মজুর এক হও। ছাত্র যাঁরা হবেন স্রষ্টা, আর মজুর,

যারা কর্মী—এ দুয়ের মাঝে একটা পার্থক্য আছেই। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদের যেভাবে মেলানোর চেষ্টা চলেছে—তার মাঝে সত্যিকার মঙ্গল থাক্‌তে পারে না। তার ওপর যখন যে কাজে আপনারা যান, তার গঠনের দিকে আপনারা মোটেই সিরিয়াস নন। ফলে কাজের চেয়ে অকাজ হয় বেশী। আপনাদের দাবী—যা আপনাদের বিশৃঙ্খলতা, নীতিজ্ঞান-হীনতার পরিচয়—তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কি স্বৈরাচার! আর সব চেয়ে লজ্জার কথা—এখানেও নারীমাংস-লোলুপতার ছবি ফুটে ওঠে।

শিশির। চুপ করুন! ছাত্রদের আপনি চেনেন নি। আপনার সমস্ত কথা এখুনি বন্ধ করে দিতে পারি। জানেন, বড় বড় নেতারা পর্যন্ত ছাত্রদের ভয় করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মুখে যাই বলুন, ছাত্রদের ভয় করেন বলেই পরীক্ষা পেছিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

অভিলাষ। এটা আপনাদের গৌরবের কথা নয়—কাপুরুষতার পরিচয়। দুর্বিনীত হওয়া বীরত্বের কাজ নয়। তাই যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হোল, আপনাদের পাত্তা পাওয়া যায়নি। আপনারা প্রাণের ভয়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলেন। দেশের আর্ত নারীর সভয় চীৎকারে মাত্র ক'টি প্রাণবান যুবক এগিয়ে ছিলেন। হুজুগে মাত্‌তে দেখেছি অনেককে, কিন্তু কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার অভাব দেখা গেছে প্রতি পদে।

নবীন। চুপ করুন, তা নাহলে ছাত্রদের অপমান করবার মজা দেখিয়ে দেব।

অভিলাষ। গায়ের জোরে সত্যকে প্রকাশ করতে না দিলেই কি সব প্রতিকার হবে ভাই? ও যে পারার মত। ওকে হজম করা যায় না—একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।

শিশির। আরে যান্ যান্, কেটে পড়ুন। উপদেশ আমরা অনেক শুনেছি। ওহে রবি, দাও ত একটা সিগারেট। কথা কয়ে কয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (সিগারেট ধরাইয়া) ভাল কথা—রুবি, শান্তা আর লতিকার কি খবর!

নবীন। সেদিন দার্জ্জিলিংএ দেখেছিলুম শান্তাকে। প্যাণ্ট আর কোট পরে আছে—মাইরি, রূপ যা খুলেছে··· !

শিশির। তাই নাকি! তাই নাকি! প্যাণ্ট পরে আছে? ওরে বাবা, দেশটা যে একেবারে হলিউড হয়ে গেল।

রবীন। হবেনা? তাই নাকি নবীন, শান্তা প্যাণ্ট পরে ছিল!

অভিলাষ। হা-হা-হা-হা·········

রবীন। আবার ওই পিলে চম্‌কানো হাসি হাস্‌ছেন! আচ্ছা মশাই, মেয়েদের সংগে মেশেন—আর মেয়েদের গল্প শুন্‌তে ভালবাসেন না!

অভিলাষ। দেখুন, মেয়েদের আমি শ্রদ্ধা করি। যখনই মেয়েদের কথা চিন্তা করেন, অমনি—একবার নিজের মা-

বোনের কথা ভাবুন না। দেখ্‌বেন, মন আপনা থেকে শান্ত হয়ে যাবে।

শিশির। এইরে, আবার বক্তৃতা সুরু করেছে। আচ্ছা, হঠাৎ আপনি এসে জুট্‌লেন কোথা থেকে মশায় ?

অভিলাষ। জুটেছি অনেক কষ্টে, অনেক সাধনায়। বড় আঘাত খেয়ে খেয়ে দেশে এতটুকু জাগরণ এসেছে। আপনারা তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আপনারা ছাত্র—আপনারা যদি তাকে না বাঁচান, কে বাঁচাবে !

ববীন। ওইরে, এ ও একটা দল কবতে চায়। দেখ্‌লেন মশাই, আপনিও আমাদের দলে টান্‌তে চাইছেন।

অভিলাষ। তা ত চাইবই। আপনারা ছাত্র—আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যবিধাতা। আপনারা যদি বিলাস আর লাম্পট্যের দাস হয়ে ছাত্র-জীবন যাপন করেন, দেশ কিছু পাবেনা আপনাদের কাছ থেকে। আপনাদের মানুষ হোতে হবে, মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তথাকথিত নেতার ইঙ্গিতে ধ্বংসের মুখে পা বাড়িয়ে লাভ কি ভাই !

শিশির। আরে মশাই, সকল নেতাই অপরকে বলে তথাকথিত নেতা।

অভিলাষ। আমি ত নেতা নই ; আপনাদেরই একজন…

রবীন। আরে, ওটা একটা চাল। কিন্তু ও চালও পুরানো হয়ে গেছে। ভোট আদায় করবার সময় সকল নেতাই বলে—আমি তোমাদের একজন। কেউ কেউ আরও

দূরে যায়। বলে,—আমি তোমাদের সেবক। কিন্তু আমাদের কাঁধে চেপে ভোট-সাগর পার হয়ে সেবক শোষক হয়ে দাঁড়ান।

অভিলাষ। কিন্তু আমি ত ভোটে দাঁড়াতে চাচ্ছি না। সারা দেশ আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করলেও আমার গলা টিপে মারতেও দ্বিধা করে না।

শিশির। আমরাও তোমাকে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তোমায় গলা-টিপে মারতে ইচ্ছা করছে। এত বড় বড় কথা তুমি বলছ যে প্রাণটা ডাঙ্গায় তোলা পুঁটি মাছের মত হাঁফিয়ে পড়ছে। সারা দুপুর 'ছাত্র-দাবী মান্‌তে হবে' 'ছাত্র-দাবী মান্‌তে হবে' করে সহর ঘুরলুম। ভাবলুম—এখানে এসে একটু খোস-গল্প করা যাবে। তা নয়, কেবল বকর বকর……

অভিলাষ। ভাইরে, খোসগল্প করবার সময় কোথায়? সমস্ত দেশ যে তিলে তিলে শ্মশানে পরিণত হতে চল্‌ল। অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, অভাবে, অনটনে মানুষ আজ কংকালে পরিণত হয়েছে; তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ক্ষমতালোভী রক্ত-পিপাসুর বিজয় রথ। একে থামাতেই হবে। তার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তবে দিতে হবে তোমাদেরই—যাদের আছে প্রাণ-প্রাচুর্য।

শিশির। আঃ, কেবল বড় বড় কথা। সোজা করে বলনা কি করতে হবে। ওসব ভাসা ভাসা কথা শুন্‌লে

খালি রক্ত গরম হয়ে যায়, কিছু করতে ইচ্ছা হয় না।

অভিলাষ। তোমদের করতে হবে তোমাদের যা কাজ। তোমরা চলেছ অন্যায়ের পথে, ভুলের পথে। তুমি ছাত্র—অধ্যয়ন কর, শ্রদ্ধাবান হও, সৃষ্টি কর, প্রতিষ্ঠা কর। কেবল হুজুগে মাত্‌লে জাতি বিশৃঙ্খল শক্তিহীন হয়ে পড়ে, দলাদলির কলহে সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, কোন লাভ হয় না।

শিশির। দেখ বাবা, অনেকক্ষণ সয়েছি, আর নয়; কেটে পড়। এক বক্তৃতায় মাত্‌ করবে, এত সস্তাদরের শ্রোতা নয় আমরা; শালা বাবা প্রজাদের রক্ত শুষে লাখ লাখ টাকা করেছে। তাদের রক্ত ফুরিয়ে যেতে কংগ্রেসের মেম্বর হয়ে কাপড়ের হ্যাণ্ড্‌লিং এজেণ্ট হয়েছে, আর আমি শালা যদি পড়াশুনো করে গুড্‌ বয় হয়ে বসে থাকি, সে টাকাগুলো খরচ হবে কি করে? বাবা, ইকনমিক্‌স্‌ পড়ি, আইড্‌ল্‌ ক্যাপিটাল্‌ ত দেশে থাকৃতে দিতে পারি না। যাঃ শালা, কেবল কচকচি—বড় কথার কচকচি! যাও যাও বাবা, কেটে পড়। হ্যাঁ ভাল কথা—নব্‌নে, শাস্তার কথা কি বল্‌ছিলি? প্যাণ্ট পরে ঘুরছিল! আহা, কল্পনাও করতে পাচ্ছি না রে—শালা!

রবীন। আবার মুখে সিগারেট ছিল···

শিশির। মরি, মরি, মরি,······ওরে নব্‌নে, মেরে ফেলরে শালা—আমায় মেরে ফেল! অন্ততঃ এক কাপ চা খাওয়া।

[বেগে সলিল—একজন ছাত্র প্রবেশ করিল]

সলিল। ওহে নবীন! ছাত্রবন্ধু এম, এল, এ রায়-বাহাদুর কমলকিশোর সেন তোমাদের ডাক্‌ছেন?

নবীন। কেনরে?

সলিল। কে জানে, শালার কোন কাজ!

শিশির। কোথায় যেতে হবে?

সলিল। ওর দমদমার বাগান-বাড়ীতে; খুব নাচ-গান চল্‌ছে সেখানে। রঞ্জন মেডিক্যাল হোষ্টেলের গোটা দুই মেয়ে আছে দেখ্‌লুম রায়বাহাদুরের কাছে।

নবীন। তুই দেখ্‌লি? স্বচক্ষে দেখ্‌লি!

সলিল। ওর বেয়ারা খবর দিলে; তা সে এক রকম দেখাই বটে!

শিশির। ওরে, আমি রায়-বাহাদুর হব; গভর্ণমেণ্টকে কত টাকা ঘুষ দিতে হবে বল—আজই দেব।

নবীন। চুপ্‌ কর, চুপ্‌ কর—কখন যেতে হবে সলিল? এখনই নাকি?

সলিল। হ্যাঁ······

নবীন। হুর্‌-র্‌-র্‌-রে।

সলিল। রায় বাহাদুর বলেছে, বিকেলে চা ওখানেই হবে।

নবীন। জীতা রও বাবা, রায় বাহাদুর, তুমি এম, এল, এ আছ, মন্ত্রী হও।

অভিলাষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ .....

নবীন। চোপ রও ! ফের বক্তৃতা দিয়ে রসটা নষ্ট করেছ কি তোমার একদিন না হয় আমার একদিন।

অভিলাষ। কত অত্যাচার, কত অবিচারের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে ক্ষীণতম থেকে এতবড় হয়েছি ; আমার একদিন কি এত সহজে আসে বন্ধু !

শিশির। বেশ, বেশ, না এলেই ভাল ; আর বক্তৃতা দিয়ে কাজ নেই, সোসাইটি গার্ল দেখেছ ? নাচ দেখেছ ? টি-পার্টি দেখেছ ? চল, চল আমাদের সংগে। শুধু কল্পনার সংগে ঘুরলেই হবে না ; বাস্তবের সংগে একটু যোগ থাকাও দরকার।

সলিল। ওহে, আর দেরী করোনা ; রায় বাহাদুরের বড় তাড়া—মাংসের হাঁড়ী উনুনে ফুট্‌ছে দেখে এসেছি।

নবীন। চল, যাওয়া যাক। দেখা যাক—রায় বাহাদুর কি কাজ হাসিল করে। [অভিলাষকে] এস বাবা, এস।

অভিলাষ। আপনারা যান, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

[ছেলের দল হল্লা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।]

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতার দল—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

মঞ্চ ঘুরিতেছে

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ছাত্রীদের হোষ্টেল।

[বসিবার ঘর ; ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল ও চারিদিকে চেয়ার পাতা আছে। দেয়ালে একটি পুরানো ধরণের ঘড়ি। একটি মেয়ে গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। সাজসজ্জা ও প্রসাধনে উজ্জ্বল।]

অলকা। চোখে চোখে দেখা হল
কোন শুভ লগনে !
প্রেমের বাঁশরী বাজে
মোর মন-পবনে।
অজানার পুলকে প্রাণ ওঠে ভরিয়া,
নৃত্যের বেগে দোলে ছন্দের দরিয়া,
অকারণে গান গাই
কোন সুখ-স্বপনে !
আকাশের বুকে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
আমার নয়ন আজি মিনতি-ভরা,
কামনার মেঘ ভাসে
মোর মন-গগনে।

[অপর একটি মেয়ে—নিভা—প্রবেশ করিল]

নিভা। হ্যাঁরে অলকা, প্রসেসানে কেতকী ছিল না ?

অলকা। থাকবে না কেন ? দেখিস নি, এক সময় অমিয়'র সংগে কেটে পড়ল।

নিভা। বারে, তা তুই অমন মুখ ভার করে কথা বল্‌ছিস কেন?

অলকা। মুখ ভার করতে যাব কি দুঃখে। দেখছিস্ না, প্রেমের গান গাইছিলুম। ভাল কথা, সাম্‌নে সাম্‌নে যাচ্ছিল, সেই লম্বা মতন, ফর্সা, টানা টানা চোখ ছেলেটিকে লক্ষ্য করেছিলি?

নিভা। ও বাবা! আবার সেদিকে চোখ পড়েছিল? কিন্তু অলি—তুই বিয়ে করেছিস!

অলকা। তাতে কি! বিয়ে করেছি বলে সৌন্দর্যবোধটাও নষ্ট করে দিতে হবে? বর ত যুদ্ধের চাকুরী নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল; আর আমি যোগ দিলুম পড়াশোনায়। আমায় কি আর তার মনে আছে! তাই আমি যদি একটু এদিক ওদিক চাই তোদের কি?

নিভা। না না, সে কথা কি আমি বল্‌ছি?

[বেগে লতিকার প্রবেশ]

লতিকা। ওরে নিভা, কি হয়েছে জানিস?

নিভা। কি?

লতিকা। রবীনবাবু ভাইস্-চ্যান্সেলার'এর দিকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তাই আমাদের পরীক্ষা আরও একমাস পেছিয়ে গেল।

নিভা। তাই নাকি! চল্ চল্, অলি, একটা সিনেমা দেখে আসি।

অলকা। না ভাই, একটু পড়াশোনা করতে হবে।

নিভা। আরে দূর, একমাস ত পরীক্ষা পেছিয়ে গেল। মেট্রোয় একটা চমৎকার বই এসেছে।

লতিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল্। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, সিনেমায় যাবার সে আনন্দ আর নেই।

নিভা। কেন ?

লতিকা। কেন আবার ? যুদ্ধের সময় যখন বিদেশী সোল্‌জাররা এসেছিল, ওদের মধ্যে একটা ডেস্‌পারেট্ ভাব ছিল ; ওরা যেন সত্যিকারের পুরুষ। নারী-চিত্ত ওদের কাছে ধরা দিয়ে শান্তি পেত। আর আমাদের দেশের তরুণ যুবকের দল! না আছে শক্তি, না আছে সাহস। কেবল প্যানপ্যানানি আর কান্নার যেন ওদের সারা দেহ ভরে উঠেছে। না জানে জোর করে আদায় করতে, না জানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে।

নিভা। যা বলেছিস্। অথচ একটা বাঙালী মেয়েকে কোন শ্বেতাঙ্গের হাত ধরে ঘুরতে দেখলে হিংসেয় ওদের বুক টন টন্ করে ওঠে।

[কল্পনা প্রবেশ করিল]

কল্পনা। কিন্তু নারীর দেহ শুধু কামনার বহ্নিশিখা নয়,—পুরুষের প্রেরণার মহাতীর্থ। নারীর দেহে, নারীর লাবণ্যে বিরাজ করে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত ; এই দেহের স্পর্শে পুরুষের শক্তি হয় দ্বিগুণ। নিশ্চয়

তোমাদের মধ্যে নারীত্বের অভাব, তাই পুরুষ তাতে প্রেরণা পায় না।

লতিকা। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের ত সে বাধা দেখিনা; আমাদের মধ্যে তারা ত তাদের পরম চাওয়াকে খুঁজে পায়।

কল্পনা। চুপ কর, চুপ কর; ভারত বুঝি আজ অন্তহীন দুর্বলতার মহাসমুদ্রে ডুবে যায়! ভারতের নারী আজ পণ্যের মত বিক্রী হয়! বিদেশী সৈনিকের উচ্ছৃঙ্খল কামতপ্ত বুকের পরশে আজ লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিতা নারীর চোখের জলে দেশ-জননী কলঙ্কিতা। তোমরা যারা স্বাধীনা বলে গর্ব কর, তারা অন্ততঃ সেই কামাতুর পশুদের জয়গান কোরো না।

নিভা। আজ সমাজে সংসারে ভাঙন ধরেছে; তাই অন্তঃপুর ছেড়ে নারীকে বাইরে আস্‌তে হয়েছে। হয়ত তাদের এমন কাজ করতে হচ্ছে যার জন্য তোমরা তথাকথিত রক্ষণশীলারা শিউরে উঠছ।

কল্পনা। সত্যই কি তাই! আজ নারী কি নীচে নেমে যায় নি? যে নারীর নয়নের দৃষ্টিতে অনন্ত উদার আকাশ—আদি সৃষ্টির নির্মল আলোকচ্ছটা—বক্ষ-মাঝে অনন্ত অমৃত-সমুদ্র, সেই নারী আজ কোথায় নেমে গেছে! তাকে বাঁচাতেই হবে।

নিভা। নরনারীর যৌন-মিলন ভগবানের বাসনা; তুমি তার মাঝে এত অপরাধ দেখছ কেন? নারীর

বুকে আছে মিলনের তৃষা। সে ঘর তৈরী করতে চায়; সমাজ দেয় বাধা। পণপ্রথা বাঙালী মেয়ের বাপকে উন্মাদ করে দিচ্ছে; সময়ে বিবাহ হয়না। বুকে ক্ষুধা নিয়ে সতীত্ব রক্ষা করারও কোন অর্থ হয় না; তাই নারী যদি পুরুষের অন্বেষণে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, এতে অপরাধ কোথায়।

কল্পনা। ওরে, শুধু কামনার আগুনে আত্মাহুতি দেওয়া নারীত্বের চরম নয়; নারীর পবিত্রতা যদি ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

লতিকা। যে সমাজ আমাদের রক্ষা করেনা, তার দিকেই বা আমরা চাইব কেন?

কল্পনা। সমাজ শুধু পুরুষ নিয়ে নয়। তোমরা যারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র, তারা নিশ্চয় জান, সমাজে পুরুষের যত প্রয়োজন নারীরও তত প্রয়োজন। পুরুষ সুবিবেচনা করল না, তাই অভিমানে সমাজের বুকে আঘাত হেনো না। সংযমী হয়ে পুরুষকে তার দুর্বলতা দেখাতে হবে; তবেই হবে নোতুন সমাজ পত্তন। কিন্তু তা না করে তোমরা যদি পংকিলতার পথে নেমে যাও, তোমরা ধ্বংস হবে, সমাজ ধ্বংস হবে, জাতি ধ্বংস হবে। আজকের পৃথিবীর দিকে চেয়ে এ সত্যকে তোমরা অস্বীকার কোরতে পারো না।

[বেয়ারা কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল]

নিভা। (দেখিয়া) এই নাও কল্পনা, অভিলাষ তোমায় ডাক্‌ছে। (মৃদুহাসি)

কল্পনা। হাস্‌লে কেন নিভা ?

নিভা। সংযমের বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিলে কিনা তাই। এদিকে নিজে ত খুব জুটিয়ে নিয়েছ।

কল্পনা। ভুল করছ নিভা, আমার মধ্যে ত অসংযম নেই ; তাই গোপনীয়তাও কিছু নেই। আমি অভিলাষকে ভালবাসি, সেও আমায় ভালবাসে।

লতিকা। তবে আমাদের প্রেমেই বা এত অপরাধ কেন ?

কল্পনা। প্রেমে ত অপরাধ নেই। মিলন পবিত্র, সুন্দর, স্বর্গীয়। পবিত্র মিলন যদি না হয়, স্বর্গীয় সুস্থ সমাজ জন্ম নেবে কোথা থেকে ? অপরাধ কামে, অপরাধ মোহে, অপরাধ উচ্ছৃঙ্খলতায়, অপরাধ নীচতায় ; এই অপরাধ বাংলার যুবশক্তিকে তথা জাতিকে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে টেনে আন্‌ছে।

নিভা। খুব বুঝেছি ; এখন যাও, অভিলাষ এসেছে ; বেচারী দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছে। একটা খবর শুনে যাও, পরীক্ষা একমাস পেছিয়ে গেছে ; কাজেই অভিলাষ যদি চায়, ওর সংগে সিনেমায় যেও। মেট্রোয় এডি ক্যান্টরের ভাল বই এসেছে—রোমান্ স্ক্যান্‌ডালস্।

কল্পনা। ভগবান—আলো চাই ! আরো আলো চাই ! অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে ; এরা দেখে না, দেখতে

চায় না। ধ্বংসের স্রোতে এরা গা ভাসিয়ে দিয়েছে ; মরবে, তবু ফিরবে না। না-না, আমি হাল ছাড়ব না। সমাজে নারীকে সুপ্রতিষ্ঠিত হোতেই হবে ; দেবীর দেশের মেয়ে এরা শয়তানী হয়ে যেতে পারে না, না-না-না।

[বেগে প্রস্থান]

অলকা। সত্যি নিভা, যাই বলিস তোরা, কল্পনার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা সত্যি আছে, তাকে অস্বীকার করতে পারি না। এই আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্—আমরা ত শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, মাতৃ-জাতির আশা ভরসা ; কিন্তু দিনেব মধ্যে যখনই আমরা কথা বলি, হয় যৌন-মিলন আর নীচ আনন্দের কথা, না হয় তথাকথিত ছাত্র-রাজনীতির কথা, যা আমাদের ছাত্র-সমাজকে ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খল করে ফেলছে।

নিভা। কি বল্লি, ছাত্র-রাজনীতি ছাত্রদের বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছে। জানিস, ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য দায়ী এবং পূর্ণ-সচেতন এই ছাত্র-রাজনীতি।

অলকা। অধিকার আবার কি ? ছাত্রের তপস্যা অধ্যয়ন ; এতে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন আসে কেন ? দেখ, একদিন এই বাংলাদেশের ছাত্র অন্য প্রদেশের ছাত্রদের চেয়ে সেরা ছিল ; যে কোন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যেত।

আজ ছাত্রের অধ্যয়নের দিকে মন নেই, তাই ভারতেব তথা জগতের সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার সংকুচিত হয়ে আস্‌ছে ; আত্মাভিমান আর অপদার্থতা দুই একসংগে বাঙালীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

নিভা। কল্পনার সংগে একঘরে থেকে থেকে তোর যে উন্নতি হয়ে গেল অলকা ; তবে একটু আগে প্রসেসানের সামনে যাচ্ছিল যে সুন্দর ছেলেটি, তার কথা বল্‌ছিলি যে ?

অলকা। স্বভাবের দোষে আর সংগ দোষেও বটে।

নিভা। তাহলে আমাদের গালাগালি দিচ্ছিস বল!

অলকা। তা একটু দিচ্ছি বইকি,

লতিকা। কেনরে, কাল বরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিস বুঝি ?

অলকা। শুধু চিঠি নয়, টাকাও পেয়েছি ভাই।

লতিকা। ভয় নেইরে, একদিন সিনেমা দেখালে তোর সব টাকা শেষ হয়ে যাবে না।

অলকা। মাপ কর ভাই।

নিভা। বিয়ে আমাদেরও একদিন হবে।

অলকা। সে জানি, চতুর্দোলা চড়ে বর আসবে, গোরার বাজনা হবে, বিদ্যুতের বাতি জ্বলবে লাল, নীল, সবুজ ; সানাই বাজ্‌বে, লোক জন আস্‌বে ; দই সন্দেশ ভরে যাবে হাটে মাঠে বাটে।

লতিকা। আর পাল্কী চড়ে শ্বশুর-বাড়ী যাব নিমতলার ঘাটে।

অলকা। দূর হতভাগী!

লতিকা। বয়স যে হ'ল ভাই আটাশ।

নিভা। অভিলাষকে নিয়ে কল্পনা এই দিকে আস্‌ছে, চল্ চল্।

[উভয়ে প্রস্থান করিল]

কল্পনা। এস এস অভিলাষ, এখানে এস।

অভিলাষ। এখানে আসব?

কল্পনা। হ্যাঁ, এটা বসবার ঘর, এখানে আমার কোন বাধা নেই; কিন্তু এমন অসময়ে তুমি এলে কেন অভিলাষ?

অভিলাষ। বড় হাঁপিয়ে উঠেছি কল্পনা। মনে হচ্ছিল, আমার যেন শক্তি নেই। কাজ আছে অনেক, শক্তি নেই এতটুকু! যাচ্ছিলুম এক দেশ-সেবকের বাড়ী, পা চল্‌ছিল না; মনে পড়ে গেল তোমার কথা, তাই চলে এলুম।

কল্পনা। বস বস, অভিলাষ; বড় শক্ত কাজ তোমার, তোমার জন্মও হয়েছে তাই; তোমায় ত হাঁপিয়ে পড়লে চল্‌বে না।

অভিলাষ। বড় অন্ধকার! যেদিকে চাই সব গাঢ় অন্ধকারে ভরা; কোথাও এতটুকু আলো নেই, যা আমায় সান্ত্বনা দেয়। কল্পনা, তুমি বোধ হয় জান না, গভীর অন্ধকারের স্রোত মানুষকে চেপে দমবন্ধ করে দেয়। আমি তাই আলোর জন্য হাঁপিয়ে পড়েছি।

কোথায় পাব আলো, যার উত্তপ্ত পরশে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত এই অন্ধকার সরে যাবে অতীতের বুকের মাঝে।

কল্পনা। আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ অভিলাষ, দেখ্‌তে পাবে আলো। ভেঙে পড়লে চল্‌বে না, ভেঙে পড়বার জন্য ত তোমার সৃষ্টি হয়নি ; ভুলে যেওনা তুমি অভিলাষ। বল, চীৎকার করে—

হবে হবে হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান-বাণী সফল করিব রাণী
হে মহিমময়ী।

[অভিলাষ দুইবার আবৃত্তি করিল]

অভিলাষ। কল্পনা, আমি যেন একটু একটু করে আমার হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছি।

কল্পনা। ফিরে পেতেই হবে! পথের যাত্রা হল সুরু ; এখন ত ভেঙ্গে পড়লে চল্‌বে না। তামসী রাত্রি একদিন প্রভাত হবেই। অন্ধকারের দুয়ার খুলে আলোর দেবতা আসবেন তাঁর রথে আরোহণ করে ; সেদিন হবে তোমার মুক্তি। হে সত্য-সাধক! ওঠ, যাত্রা সুরু কর।

অভিলাষ। কল্পনা, তোমার প্রেরণা আমায় শক্তি দিক্! মহাসাধকের সাধনা-লব্ধ সত্যের মূর্তি দেব আমি। তুমি দেবী—তুমি করবে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

[ধীরে ধীরে অভিলাষ চলিয়া গেল। কল্পনা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, ধীরে ধীরে বসিয়া সে টেবিলে মাথা রাখিল। একটু পরে অলকা প্রবেশ করিল।]

অলকা। কল্পনা !

কল্পনা। (চমক)—অভিলাষ !

অলকা। পাশের দরজা দিয়ে দেখলুম, সে চলে যাচ্ছে। তার প্রতি পদক্ষেপে দেখেছি জীবনের দীপ্তি ; কিন্তু তুমি কেন ম্লান হয়ে গেছ কল্পনা ?

কল্পনা। সঞ্চয়ের থলি উজাড় করে দিয়েছি আমার দেবতার পায়ে ; আমার শক্তি সঞ্চরিত হয়েছে তাঁর বুকে। বিশ্বনিয়ন্তা আমায় দ্বিগুণ শক্তি দেবেন অলকা ; আমার জন্ম বুঝি সার্থক হবে !

অলকা। এস কল্পনা।

কল্পনা। চল।

(মঞ্চ ঘুরিতেছে)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রায় বাহাদুর কমলকিশোর সেনের বাগানবাড়ীর একটি ঘর।

[রায় বাহাদুর ইজি-চেয়ারে বসিয়া অলস ভঙ্গীতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রায় বাহাদুরের খাস বেয়ারা যদু আসিয়া প্রবেশ করিল।]

কমল। কিরে যদু, মেয়েরা চলে গেল ?

যদু। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, তবে কবিতা দিদিমণি এখনও যায় নি।

কমল। সে কিরে, এখনি যে ছেলেরা এসে পড়বে!

যদু। তিনি চানের ঘরে ঢুকেছেন।

কমল। তুই এক কাজ করবি; আমি যখন ছেলেদের সংগে কথা বলব, তুই দেখ্‌বি সে যেন এখানে না এসে পড়ে, বুঝতে পেরেছিস্ ?

যদু। তা আর পারবনা বাবু ? এতদিন আপনার ছিচরণের দাস হয়ে আছি!

কমল। হ্যাঁরে, মাংসটা তৈরী হয়ে গেছে ত ?

যদু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমল। আমার সংগে কথা হয়ে গেলে ওদের ভাল করে খাইয়ে দিস্ বুঝলি!

যদু। আচ্ছা।

(নেপথ্যে) ছাত্র-বন্ধু বাড়ী আছেন ?

কমল। আরে এস, এস সব। যা যা যদু, ওদের ডেকে নিয়ে আয়।

[যদু খানসামা প্রবেশ করিল, সংগে সংগে ছাত্রের দল প্রবেশ করিল]

আরে এস, এস সব। আমি ত তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

নবীন। কি ব্যাপার বলুন ত ছাত্র-বন্ধু ?

কমল। আরে, ব্যাপার আর কি! সেই পুরানো ব্যাপার। আবার ত ভোট-যুদ্ধ হবার সময় এল।

রবীন। তা স্যার, আপনি ত কংগ্রেসের নমিনেশান পেয়েছেন, আর ভাবনা কি!

কমল। আরে না, না, না; শুধু এক উপায়ে নাও হতে পারে। লোকে আস্তে আস্তে নাকি মত পাল্‌টে ফেল্‌ছে।

শিশির। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রায় বাহাদুর। লোকের যে মত থাকুক, দেখবেন কাজের সময় সবাই কংগ্রেসকে ভোট দেবে। তাছাড়া ভোট পাবার মত আছেই বা কোন দল ?

কমল। না হে না, অতটা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। তা-ছাড়া একটা প্রেষ্টিজ ত আছে। হ্যাঁ ভাল কথা, তোমরা আজ বিকেলে এখানেই চা খাবে। এই দেখ না, আজকে না হয় ভোট পেতে আমার কোন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু একদিন ত ছিল, যেদিন

আমি ছিলাম অপরিচিত ; সেদিন তোমাদের মত ছাত্ররাই ত অসাধারণ পরিশ্রম করে আমাকে দাঁড় করিয়েছিল। আজ কি তোমাদের ভুলে যেতে পারি ?

নবীন। আচ্ছা, প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা যাতে আরও ভাল করে হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া লরী কটা যোগাড় করেছেন স্যার ?

কমল। যতগুলো তোমরা চাও।

রবীন। কিন্তু পেট্রোল যে র‍্যাশনিং স্যার !

কমল। আরে তাতে কি হল ! যাদের জন্য র‍্যাশনিং, তাদের জন্য র‍্যাশনিং। ও যারা পাবার, তারা ঠিকই পাচ্ছে।

শিশির। আজ্ঞে তা যা বলেছেন। ভাগ্যিস, এই ভাবে জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাই রক্ষে। তা না হলে কি যে হত ! কণ্ট্রোলের চাল কাপড়—ওরে বাবা ! ভাবতেও ভয় করে।

কমল। হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম, ভোট পাওয়া হয়ত শক্ত হবে না। তবুও প্রেষ্টিজ আছে একটা। লোকে যেন বলতে না পারে, কংগ্রেসের নমিনেশান পেয়ে, রায় বাহাদুর একটা পয়সা খরচ না করে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, কটা লরী তোমাদের প্রয়োজন ?

নবীন। আপাততঃ গোটা পাঁচেক হলেই চল্‌বে।

কমল। বেশ! বেশ! বাইরেই একটা দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে ওটা ব্যবহার করতে পার। আর ত সময় নেই। আমার মনে হয় এইবেলা শ্লোগান আরম্ভ করাই ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, ভোটের সময় আমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ি।

নবীন। আজ্ঞে না স্যার, আমরা যখন রয়েছি, আপনার নার্ভাস হবার কারণ দেখিনা। তাছাড়া এবার পরীক্ষা পেছিয়ে দেবার জন্য আপনি যা করেছেন, তা ত ভুল্‌তে পারিনা। আমাদের একটা কর্তব্য আছে ত!

কমল। আরে, ও আর কি!

[অভিলাষ প্রবেশ করিল]

অভিলাষ। কি বল্‌লেন, ও কিছু নয়! ওইটাই ত সব। ছাত্রদের পরীক্ষা পেছিয়ে দেবার সময় সাহায্য করেছেন —এর মূল্য নেই! এবার আমি একটা কথা প্রপোজ করি। রায় বাহাদুরের শ্লোগান দেবার সংগে সংগে আর একটা কথা চীৎকার করতে হবে— 'লড়কে লেঙ্গে সার্টিফিকেট'। কি হবে পরীক্ষা দিয়ে! মিথ্যে এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বা কি!

কমল। এ ছোকরাটি কে? আগে ত ওকে দেখিনি।

শিশির। দেখ্‌বেন কি করে স্যার? আমরাই সবে ওকে একটু একটু বুঝতে পেরেছি। ও ত ভুঁইফোঁড়!

অভিলাষ। আজ্ঞে না, ভুঁইফোঁড় নয় ; অনেক কষ্টে আমাকে আমার স্থান প্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে, কিন্তু যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে।

কমল। আচ্ছা, আচ্ছা! যদু, যদু!

[যদুর প্রবেশ]

বাবুদের খাবার জায়গা হয়েছে ?

যদু। আজ্ঞে হ্যাঁ,

কমল। আচ্ছা, তাহলে আর দেরী করবার দরকার নেই। যাও ভাই, তোমরা সব খেতে বস গিয়ে।

নবীন। আমি বলছিলুম কি, সহরে আরও কিছু পোষ্টার ছাড়লে হয় না!

কমল। বেশত! বেশত! তার জন্য ভাবনা কি ? আচ্ছা আর দেরী কোরোনা ; লুচি মাংস বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রবীন। চল! চল!

কমল। তুমি গেলে না ?

অভিলাষ। ঘুষ দিলে সবাই ভেড়া বনে যায় না।

কমল। কে তুমি ?

অভিলাষ। আমি যেই হই; কিন্তু এই কি উপায় ? নিরীহ ছাত্র-সমাজের বুকে বিশৃঙ্খলার বীজ ঢুকিয়ে তাদের সর্বনাশ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা—এই কি রাজনীতি, সমাজনীতি জ্ঞানের পরিচয়!

কমল। অনেক ঠেকে, অনেক সহ্য করে, অনেক দেখে

তবে আজ এখানে উঠেছি যাতে করে তোমার মত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি ; কিন্তু হিংসা যদি থাকে, মনে মনে রেখ। প্রতিশোধ যদি নিই, তবে এমন পথ আবিষ্কার করব, যা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

অভিলাষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কমল। হাস্‌ছ! হাস্যকর কোন কিছু ত বলি নি, এখানে তা বলবার কোন কারণও নেই।

অভিলাষ। আপনার আগে বহু লোক ওই ভয় দেখিয়েছেন ; কিন্তু ওটা পুরাণো। একটা নোতুন কিছু করুন যাতে করে অন্ততঃ আমি একটু নোতুন কিছু শিখতে পারি।

কমল। শিক্ষা তোমায় দিতে পারি, তবে এখন নয়। ভোটের সময় ছোটলোকদের সমস্ত কথায় সায় দিতে হয় ; ওই নির্বোধদের কাঁধে চড়াতেই হয়।

অভিলাষ। তারপর সুবিধা বুঝে তাদের কাঁধ থেকে ফেলে দেন, হাত পা ওদের যায় ভেঙে ; রাগের বিষের জ্বালায় ওরা ছট্‌ফট্ করে, আর প্রতিকারের কিছু না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে গুম্‌রে মরতে থাকে।

কমল। এবং আবার যেদিন প্রয়োজন আসে, ওই মূর্খের দলের মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ উদ্ধার করে নেই।

অভিলাষ। তার পরেই আবার হা-হুতাশ, এই ত!

কমল। ঠিক তাই। কিন্তু তোমাকে দেখে ত তথাকথিত

বাশিয়াগত প্রাণ মনে হচ্ছে না। তোমার মুখে সেই নিষ্প্রভ অথচ লাম্পট্যের চিহ্ন নেই। কে তুমি ?

অভিলাষ। যেই হই, আপনাব সমগোত্রীয় নয়,—এটা জেনে আশ্বস্ত হতে পারেন।

[বেগে যদুর প্রবেশ]

যদু। বাবু, রতন আব তার সংগে দু'একজন লোক এসেছে, এক্ষুণি আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

কমল। যা ওদেব নিয়ে আয়, (অভিলাষকে) এবার চুপ করে বসে থাক, কোন কথা কোয়ো না।

অভিলাষ। অপ্রয়োজনে আমি কথা কই না। প্রয়োজন হলে আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। একসময় না একসময় আমি মাথা তুলে দাঁড়াবই, আপনাদের শত চেষ্টা একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?

[বেগে রতন ও আব দু'একজনের প্রবেশ]

রতন। স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কমল। কি ব্যাপার ?

রতন। ভোলা আপনার স্টক্ থেকে পেট্রোল দিচ্ছিল কানাইকে ; পুলিশ ধরে ফেলেছে।

কমল। ওখানে কত মাল ছিল ?

রতন। বেশী নয়, গোটা পঞ্চাশ পিপে বোধ হয়।

কমল। কে কে ধরা পড়েছে ?

রতন। ভোলা, কানাই, হরিহর আর বসন্ত।

কমল। বার বার ব্যাটাচ্ছেলেদের বলি, একটু সাবধান হতে। কোন ব্যাটা আনাড়ী অফিসার ছিল হয়ত !

রতন। স্যার, এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিন !

কমল। দেখ রতন, প্রাইভেট লাইসেন্স নিয়ে প্রায় কুড়ি খানা গাড়ী তোমরা ট্যাক্সীর মত ব্যবহার করছ ! প্রায় কণ্ট্রোল রেটে আমি তোমাদের পেট্রোল যুগিয়ে আসছি বরাবর। অনবরত তোমরা একটা না একটা বিপদে পড়ছ, সংগে সংগে আমাকেও জড়িয়ে ফেলছ। পরের পর আমি তোমাদের উদ্ধার করছি ; এবার ভোটের সময় তোমাদের সব কটা গাড়ী দিনরাত আমার জন্য খাটতে হবে, তা কিন্তু আগে থাকতে বলে দিচ্ছি।

রতন। সে কথা বলতে স্যার ! আপনার মত লোকের কাজ করতে পাওয়া ত ভাগ্যের কথা, স্যার। আমরা প্রাণ দিয়ে আপনার জন্য কাজ করব। কিন্তু স্যার, পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে গেল ; তাছাড়া পেট্রোলও আটকেছে---তার কি হবে ?

কমল। ও ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি ; কিন্তু যে কথা দিচ্ছ, ঠিক রাখবে ত ! তা না হলে কিন্তু......

রতন। কি যে বলেন স্যার! আপনার দয়াতেই ছুটো করে খাচ্ছি; আপনার উপকারে আসব এ ত আমাদের ভাগ্যের কথা। আপনি দেখে নেবেন স্যার, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, আমাদের কথার ঠিক আছে।

কমল। ঠিক থাকলেই হল। আমি দেব পেট্রোল, লাইসেন্স যোগাড় করে দেব আমি, বিপদে বাঁচাব আমি; আর আমার কাজের সময়······

রতন। ছি ছি ছি, অমন কথা মনেও আনবেন না স্যার। আপনার পায়ের সাত জুতো খাব, যদি এমন নেমকহারামী করি! তাহলে ওদের খালাসের কি হবে স্যার?

কমল। সে ব্যবস্থা আমি করছি। আচ্ছা, তোমরা যাও।

রতন। তাহলে যাই স্যার, ওদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের নিশ্চিন্ত হতে বলি?

কমল। নিশ্চয়ই।

[পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া রতন ও তাহার দলবল চলিযা গেল।]

অভিলাষ। রায় বাহাত্বর বিদেশী গভর্ণমেণ্টের তাঁবেদার; এম, এল, এ—কংগ্রেসের পা-চাটা; পেট্রোলের চোরা কারবারে কালো-টাকায় কোটিপতি—দেশের ভাগ্যবিধাতার দল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কমল। চুপ কর, চুপ কর।

[রায় বাহাদুর ফোন করিতে উদ্যত, ইতিমধ্যে অ্যাসিষ্টেণ্ট কমিসনার অফ্ পুলিস যত্নপতি পতিতুণ্ডের প্রবেশ।]

কমল। আরে এস হে এস, তোমাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলুম।

যত্নপতি। হঠাৎ!

কমল। আরে, তুমি হচ্ছ অ্যাসিষ্টেণ্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ যত্নপতি পতিতুণ্ড, তোমার সংগে কথা কইতে পারাও ত ভাগ্যের কথা।

যত্নপতি। কি ব্যাপার?

কমল। ভাই, কিছু পেট্রোল এদিক সেদিক ছিল বুঝেছ? কোন ব্যাটা আনাড়ী অফিসার তা ধরেছে।

যত্নপতি। আরে সেই কথাই ত বল্‌তে এসেছিলাম, কেসটা হাশ্ আপ্ করবার ব্যবস্থা করে এসেছি। যাদের এ্যারেষ্ট করা হয়েছিল, সব ছেড়ে দিয়েছি। যে ব্যাটা ধরেছিল, তাকে এমন ঠুকেছি, আর ব্যাটাচ্ছেলে কোনদিন ওসব দিকে তাকাবে না। আরে, যারা গভর্ণমেণ্টের মাথা, তাদের তুই ধরবি—এত বড় সাহস! কেন, কত ভিখারীর দল সের সের চাল ব্ল্যাক মার্কেট করছে তাদের ধর; তা নয়, কেবল শয়তানী!

অভিলাষ। সত্যিই শয়তানী, চুনোপুঁটি ছেড়ে একেবারে রাঘব বোয়ালে হাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

যত্নপতি। জানেন, আপনি অপমানসূচক কথা বল্‌ছেন!

আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে এ্যারেষ্ট করতে পারি। সত্যি কথা বল্‌তে কি রায় বাহাদুর, কতকগুলো বিড়ালতপস্বী ছাড়া পুলিস বিভাগটা ছিল ভাল ; আজকাল কতকগুলো লেখাপড়া জানা ইয়ং ম্যান্ ঢুকে এমন মর‍্যালিটি দেখায়, যাব জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে পড়ি।

অভিলাষ। আপনি মিথ্যে চিন্তা করছেন পতিভূণ্ড বাবু ; আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, ঘুষের টাকার এমন মোহ, যে অতি বড় সাধুপুরুষকেও একদিনে সোজা পথে আনতে পারে। তাছাড়া পুলিস বিভাগে দুচার-জন অমন লোক আছেন নিশ্চয়, কিন্তু সুইচ্ যতক্ষণ আপনাদের হাতে আছে, যন্ত্র যতই ভাল হোক, আপনাদের ভয় কি ! কাবণ যার হাতে সুইচ্, সে যদি প্রয়োজনমত যন্ত্রকে না চালায়, মানুষের নীরব উপহাস সহ্য কবা ছাড়া যন্ত্রের আর কোন উপায় নেই।

যদুপতি। লোকটি কে রায় বাহাদুর ?

কমল। হাতী যখন পাঁকে পড়ে, চামচিকেতে লাথি মারে। জানেন ত, ভোটে যখন নামি আমরা, তখন অনেক চুনোপুঁটির ফড়ফড়ানি শুনতে হয়, বুঝলেন না।

যদুপতি। আচ্ছা, এখন চলি।

কমল। রাত্রে আসুন ! ভাল ব্যবস্থা আছে, অসন্তুষ্ট হবেন না।

যদুপতি। কি, তিনিই— না চেঞ্জ অফ প্রোগ্রাম।

কমল। এসেই দেখবেন।

যদুপতি। আচ্ছা। আচ্ছা! [প্রস্থান]

কমল। তাহলে এবার বিদায় নাও। অনেক কথাই ত শোনালে, কিন্তু লাভ হবে না কিছুই। গরীবের কথা বল্‌ছিলে না? সেই বস্তীর মাঝে যাও, কমিউনিস্ট হয়ে পড, যদি নাম কিনতে চাও। এদিকে কিছুই হবে না।

অভিলাষ। (স্বগতঃ) সত্যি, নিজেব ওপব বিশ্বাস হারিয়েফেলি, এ রোগ কি সাববাব নয়—ভগবান!

কমল। দেখ, কেউ নেই; একটা সত্যি কথা বলি। রক্তের স্বাদ একবাব পেলে যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, সে স্বাদ ভুল্‌তে পাবা যায় না। যতই চেষ্টা কর, কেউ ভুলবেও না। তা ছাড়া আমরা জানি, আমরা মাথায় আছি, মাথায়ই থাকব। যত লম্ফ ঝম্ফই কর, সব বৃথা হবে।

অভিলাষ। এ চলতে পারেনা, শাঠ্যের পরিণাম বড় ভীষণ, চাকা ঘুরে যাবেই, চাকা ঘুরে যাবেই।

কমল। যদি ঘোরে, আমরাও ঘুরে ওপরে উঠব। ওহে, ওপরে থাকবার জন্য যাদের জন্ম, তাদের টেনে যতই নামাও, তারা ততই উঠবে।

অভিলাষ। ভগবান্‌!

[নীরবে বাহির হইয়া গেল।]

কমল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—কবিতা! কবিতা!

[কবিতার প্রবেশ]

কবিতা। আমি কতক্ষণ থেকে ওঘরে বসে আছি রায় বাহাদুর; আর এতক্ষণ পরে তোমার সময় হল? জান, কাল থেকে সারাদিন, সারারাত্রি এখানে কাটিয়েছি।

কমল। তাতে কি হল! তোমার হোষ্টেলের সুপারিণ্টেনডেণ্ট জানে, তুমি রায় বাহাদুর কমলকিশোর সেনের কাছে আছ। তিনি কথাটি পর্য্যন্ত কইবেন না; আর যদি কন, একটু সনীহ করেই কথা কইবেন।

কবিতা। কিন্তু এ আমার ভাল লাগে না, সবাই সাম্‌নে হয়ত খোসামোদ করে, কিন্তু মনে মনে করে ঘৃণা।

কমল। এবং ঈর্ষাও করে।

কবিতা। হয়ত সেকথা মিথ্যে নয়। কিন্তু তারা জানে, ছুটোদিন পরেই বাসি ফুলের মত আমি ধূলোয় লুটোব। প্রবঞ্চনার মধ্যে আমার মনের সমস্ত সৌকুমার্য তিলতিল করে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি আমায় বিবাহ করুন রায় বাহাদুর।

কমল। বিবাহ! সে ত হতে পারে না!

[কল্পনার প্রবেশ]

কল্পনা। কেন হতে পারেনা রায় বাহাদুর!

কমল। হতে পারে না, কারণ রায় বাহাদুর কমলকিশোর

সেনের স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী, তার বাগান-বাড়ীর বহুজনের উপভোগের সামগ্রী হতে পারে না।

কবিতা। মাগো!

কল্পনা। আর রায় বাহাদুর স্বয়ং লাম্পট্যের চূড়ান্ত করুন, তাতে কোন অপরাধ নেই—না?

কমল। না, সমাজ সেকথা স্বীকার করে না।

কল্পনা। স্বীকার করে না নয়, স্বীকার করবার সাহস রাখে না। চাঁদির জুতোয় তার মুখ বন্ধ। হায় কবিতা! এদের অঙ্কশায়িনী হয়ে তোরা গর্ব করিস!

কবিতা। গর্ব নয় কল্পনা, আঘাতে আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে ওভাবে কথা না বলে পারা যায় না।

কল্পনা। তবে আসিস কেন এখানে?

কবিতা। না এসে উপায় নেই বলে। পিতা-মাতা দরিদ্র, মেয়ের বিবাহ দেবার সামর্থ্য নেই। তাই মেয়েকে লেখাপড়া করতে পাঠান। এদের চর আছে সর্বত্র—এরা খবরও পায়। তারপর আরম্ভ হয় প্রলোভন, গরীবের ঘরের মেয়ে, সুখের মুখ হয়ত দেখেনি কোনদিন। ধীরে ধীরে তার যৌন-চেতনাও জাগ্রত হয়ে ওঠে। জীবনের সম্বন্ধে ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে গেলে, এই ফাঁদে পা না দিয়ে উপায় নেই। মনে হয়, ভগবান ত সুখ লেখেন নি ভাগ্যে, তাই খোদার উপর খোদকারি করে ক'দিন সুখ আদায় করে নিতে পারি, তবে মন্দ কি!

কল্পনা। ভগবান, এ জাতির কি হবে ?

কবিতা। ধ্বংস হয়ে যাবে কল্পনা, স্বাভাবিক প্রয়োজনবোধ, স্বাভাবিক ক্ষুধাকে যেভাবে ধ্বংস করবার আয়োজন চলেছে, এ জাতি ধ্বংস না হয়ে যেতে পারে না।

কল্পনা। রায় বাহাদুর ! কবিতাকে বিয়ে করুন।

কমল। হাঃ হাঃ হাঃ, আমি ভাবতেই পারি না সে কথা।

কল্পনা। কিন্তু ওর জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কমল। ব্যর্থ হবে কেন ? বরঞ্চ আমার সাহায্য না পেলে ও এতদূর লেখাপড়ায় অগ্রসর হোতে পারত না। ওর বাবার বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই। তাই একদিন ওকে হয়ত কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে আত্মহত্যা করতে হত ; আর না হয় ও কোন বৃদ্ধের গলায় বরমাল্য দিয়ে, দুদিন পরে বিধবা হয়ে সমাজে দুর্নীতির স্রোত বইয়ে দিত। কিন্তু এখন আমার টাকায় ও মানুষ হচ্ছে। বড় হবার পথ ওর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। পরিবর্তে ওকে দিতে হচ্ছে মাত্র দেহ। এখানে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, ভয়ের কোন কারণই নেই। তাই ওর জীবন ব্যর্থ হবার কথাই বা ওঠে কেন ?

কল্পনা। হাঃ হাঃ হাঃ, রায় বাহাদুর ! মেয়েমানুষের মন বলে কোন পদার্থ নেই, এই কি তোমার ধারণা ? তোমরা সমাজের মাথায় বসেছ। কত ভাল কাজ করতে পারতে, হয়ত করছ ; কিন্তু

পরিবর্তে এমন জিনিষ চাও কেন, যাতে করে সমাজের অঙ্গে বিষের ছাপ এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কমল। হাঃ হাঃ হাঃ, কল্পনা তোমার নাম ; এ নাম সার্থক হয়েছে।

কবিতা। চলে এস কল্পনা, ওরা শয়তান ; ওদের দয়া নেই, লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই ; ওরা তার অহঙ্কার করে। এ জায়গা তোমার উপযুক্ত নয়। তুমি চলে এস ভাই !

কল্পনা। হ্যাঁরে, অভিলাষ এসেছিল এখানে ?

কবিতা। হ্যাঁ, পাশের ঘর থেকে দেখেছি। সে আবার কুলী বস্তিতে গেছে। সে বলেছে এদের ব্যাধি ভয়াবহ ; হয়ত সারবে না। কিন্তু ওদের মধ্যে হয়ত এখনও······

কল্পনা। জানি না কি সত্যি।

কবিতা। চল যাই।

কল্পনা। তুই যা ! রায় বাহাদুরের সংগে আমার আরও একটা কথা আছে।

[কবিতার প্রস্থান]

কমল। দেখলে কল্পনা, এখানে থাকবার একটা আকর্ষণ আছে। প্রথম তুমি এখানে এসেছ। আমায় বলছ লম্পট, অথচ এখান থেকে যেতেও ইচ্ছা করছে না তোমার।

কল্পনা। কবিতাকে বিবাহ করুন রায় বাহাদুর। ও সংসারী

হতে চায় ; নোতুন মানুষ সৃষ্টি করতে চায়। আপনি ওকে সুযোগ দিতে পারেন।

কমল। আমার স্ত্রী আছেন।

কল্পনা। আমি জানি, তিনি সবই জানেন। সাধারণ লোকে তাঁকে বড়লোকের স্ত্রী বলে সম্মান করে। স্বামীর জন্য লুকিয়ে চোখের জল ফেলবারও তাঁব উপায় নেই। অথচ তাঁব মনে চলেছে দিবারাত্রি দারুণ ঘূর্ণিবেগ। কবিতাকে বিয়ে করলে তিনি খুসীই হবেন। আমি কবিতাকে জানি ; সে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারবে না।

কমল। আবে, আমি যে সমাজের মাথা। এমন মন্দ দৃষ্টান্ত সমাজের বুকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি ?

কল্পনা। আর এই ব্যাভিচার করতে অপরাধ নেই না ? নিরীহ ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা জাগিয়ে, নারীর দেহে কামনার বীজ ঢুকিয়ে স্বার্থসিদ্ধিতে কোন অপবাধ নেই না ? ভগবান ! এমন সমাজের এমন মাথায় বজ্র পড়বে কবে ?

কমল। যতই চীৎকার কর, আমরা সমাজের মাথা, এবং আমরাই মাথা থাকব। ইংরেজী আমলে আমরা রায় বাহাদুর, কংগ্রেসী আমলে আমরাই মন্ত্রী, আবার কমিউনিষ্ট যুগ যদি আসে আমরাই গভর্ণর হব। তোমার ভাবনা করবার কিছু নেই।

তুমি এখানে চুপ করে বস। ভগবানের কাছে আমার বিরুদ্ধে আরও দুটো কথা বল, বেচারা হয়ত শুন্‌তে পায়নি। কিন্তু সমাজ যতদিন আছে, আমরাও ততদিন মাথা হয়ে আছি—অচল, অনড়।

(নেপথ্যে) ভোট ফর রায় বাহাদুর কমলকিশোর সেন! ভোট ফর রায় বাহাদুর কমলকিশোর সেন!

কমল। হাঃ হাঃ হাঃ, এই বার 'রায় বাহাদুর' খেতাবটা ছেড়ে দেব ভাবছি। হাঃ হাঃ হাঃ!

কল্পনা। ভগবান!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

মঞ্চ ঘুরিতেছে

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বস্তির এক দৃশ্য।

[নেপথ্যে চীৎকার শোনা যাইতেছে। পলায়নপরা ত্রস্তা এক নারীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া প্রহারোদ্যত একটি পুরুষ বেগে প্রবেশ করিল।]

নারী। ওগো, কে কোথায় আছ, আমায় বাঁচাও গো। হারামজাদা মিন্‌সে আমায় মেরে ফেল্‌লে গো।

পুরুষ। তবে রে হারামজাদী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা; সারা বছর গাধার মত খেটে পয়সা রোজগার করব আমি; একদিন ধর্ম্মঘট হয়েছে, অমনি তোর হাতে একটা পয়সা নেই?

নারী। সত্যি বল্‌ছি, পয়সা নেই। ছেলেটা কাল থেকে জ্বরে মরছে। যদি পয়সা থাকত, আমি মা হয়ে কি চুপ করে থাক্‌তে পারতুম?

পুরুষ। তোরা সব পারিস শয়তানীর দল।

নারী। কি, আমরা শয়তানী! হপ্তায় হপ্তায় যে কটা টাকা পাস তার সবগুলো ত যায় তাড়ির দোকানে। কটা টাকা বাকী থাকে? তা দিয়ে চুকুতে হয়না পিণ্ডি তিনটি প্রাণীর; টাকা কি আমি বিয়োব নাকি?

পুরুষ। জানিস, বাবুদের কথায় এই ধর্মঘট হয়েছে। ওরা

বলেছে, যদি দিনকতক আমরা কাজে না যাই, আমাদের হপ্তা বেড়ে ডবল হবে।

নারী। আর ডবলে কাজ নেই। ডবল আদায় হলে ডবল তাড়ি খাবি আর উচ্ছন্নে যাবি। এখন যে কটা দিন বাঁচছিস, তাও বাঁচবিনি।

পুরুষ। তোর তাতে কি রে হারামজাদী! জানিস হারামজাদী, মিলের মালিক একথা শুনে ভয়ে সহরে পালিয়ে গেছে।

নারী। ও মা গো, আমার কি হবে গো! এখন যদি মিল বন্ধ করে দেয়।

পুরুষ। লালঝাণ্ডা বাবুরা বলে, ওরা মিল থেকে এত টাকা লুঠছে, তার লোভে মিল কিছুতে বন্ধ করতে পারবে না।

নারী। কি জানি বাবু! আমি জানি, মনিব খেতে দিচ্ছে, তার বিপক্ষে যেতে নেই।

পুরুষ। মুক্ষু মেয়ে মানুষ তুই একথা বুঝবি কিরে?

নারী। দেখ 'মুক্ষু' 'মুক্ষু' করিসনি বলছি, তুই বা কোন বিত্তের জাহাজ শুনি। দেখ না যেই লালঝাণ্ডা বাবুদের কথা শুনে মনিবের বিপক্ষে গেছিস, অমনি 'হা ভাত' 'হা ভাত' করে মরতে বসেছিস।

পুরুষ। কি, তুই আমার ইস্ত্রী হয়ে আমায় ভাতের খোঁটা দিস, তোকে আজ মেরেই ফেলব—

[মারিতে উদ্যত]

নারী। ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে।

[বেগে নারীর পলায়ন, পুরুষটি তাহার পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত হইল ; অভিলাষ প্রবেশ করিয়া তাহাকে বাধা দিল।]

অভিলাষ। ওরে সর্দার, ঘরের বউকে মারতে যাচ্ছিস কেন ? ওরা যে লক্ষ্মী।

পুরুষ। কি বল্লি বাবু, ওরা লক্ষ্মী ! ওরা অলক্ষ্মী, ওরা শয়তানী !

অভিলাষ। ওরে না না, যন্ত্রের মত কাজ করে করে তোরা ত সব পশু হয়ে যেতিস, শুধু ওরা আছে বলেই এখনও তোদের বুকের ভিতর প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করছে।

পুরুষ। সে কথা যা বলেছ বাবু ; সারাদিন কাজ করে, মন-মেজাজ যখন গরম হয়ে ওঠে, তখন তার ঝাঁঝ এসে পড়ে ওদের ওপর। এক একদিন বাবু, কি মারটাই মারি। আমার এই হাতুড়ি-পেটা হাত জ্বালা করে। ইস্ত্রী আমার বাবু সব সয়ে যায়, আবার উঠে সান্‌কি-ভরা ভাত বেড়ে দেয় কোলের পাশে।

অভিলাষ। তোর বউ ঝগড়া করেছিল বুঝি তোর সংগে ? ওকে অতবড় কাটারি নিয়ে মারতে ছুটেছিলি কেন ? যদি মরে যেত—

পুরুষ। না বাবু !

অভিলাষ। কেনরে, কাটারি মারলেও ওরা মরে না ?

পুরুষ। না বাবু, তা নয়। ও হারামজাদীর সংগে দৌড়ে আমি পারব না। ও এত জোরে ছোটে যে আমি নাগালই পাই না।

অভিলাষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তা তোদের ধর্মঘট কি এখনও চলছে ?

পুরুষ। তা ত চলছেই বাবু! লালঝাণ্ডা বাবুরা বলে, ওই মিল নাকি আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া। কাজেই যা আমরা হপ্তা পাই, তাতে নাকি আমাদের চলে না। তাই মালিকদের সংগে কাজিয়া করে কাজ ছেড়ে দিলে ওরা ডবল মজুরি দেবে।

অভিলাষ। তাই নাকি!

পুরুষ। কিন্তু এতে লাভ কি বাবু, বুঝি না। এইত সে বার দুনো মজুরি হলো—যে অভাব সেই অভাব ; বরঞ্চ অভাব আরও বেড়ে গেল।

অভিলাষ। কেন, মালিক তোদের সব জিনিষ কণ্ট্রোল দরে দেয় ত।

পুরুষ। আরে না বাবু না, সে তুমি বুঝবে না। যেই মজুরি ডবল হলো, তাড়ির দোকান লাল হয়ে গেল। বস্তীর ওধারে যে কটা বেব্যুশ্যে থাকে, ওরা লাল হয়ে গেল। আর আমাদের যে দুঃখ সেই দুঃখ।

অভিলাষ। তবে তুই ধর্মঘটে যোগ দিলি কেন ?

পুরুষ। কি করব বাবু, ওই যে ছোকরা কুলীরা, ওরা বড়

ক্ষেপেছে। বেবুশ্যে মাগীগুলো সুবিধা বুঝে দর চড়িয়েছে, তাই ওদের টাকার দরকার।

অভিলাষ। কিন্তু তুই ধর্মঘটে যোগ দিলি কেন ?

পুরুষ। সত্যি বাবু, ধর্মঘটে যোগ দিয়ে আমার ছেলেপুলে না খেয়ে মবছে। এই দেখ না বাবু, ছেলেটাব তিনদিন জ্বর, এক কানাকড়ি মিছবি দিতে পারিনি ; অথচ কাজে যাবার উপায় নেই।

অভিলাষ। কেন ?

পুরুষ। গেলে ওই ছোকবাব দল মাথা ফাটিয়ে দেবে। ওদের ত সংসাবের ভাবনা নেই। নেবুব তেল মাথায় মেখে চেবা সিঁথি কেটে বিড়ি ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে ওবা বেবুশ্যেদেব ঘবে তাড়ির আসব বসাবে। ওদেব আর কি ভাবনা বাবু ?

অভিলাষ। তবে অনেকেই কাজে যেতে চায় বল।

পুরুষ। নিশ্চয় বাবু, যারা ছাঁপোষা, তাদের কাজ না কবলে চলবে কেন ? মালিক বড়লোক, তার ভাবনা কি ? তার অনেক আছে ; না হয় আরও কিছু ক্ষতি হল। কিন্তু আমাদের বুকের রক্ত যে জল হয়ে গেল। আমরা অনেকেই কাজ করতে চাই, ওবা কাজ করতে দেবে না। শুনেছি খবরের কাগজে নাকি বলে—শ্রমিকদের দাবী। আমাদের দাবী ছিল না বাবু ; ওরা দাবী তৈরী করেছে, আর ফ্যাসাদ বাধিয়েছে আমাদের।

[সামনে লাল ঝাণ্ডা হাতে শ্রমিক-নেতা ধরণী সেনগুপ্তের সহিত একদল লোকের প্রবেশ ।]

ধরণী । শ্রমিকের দাবী—

সকলে । মানতে হবে !

ধরণী । শ্রমিকের দাবী—

সকলে । মানতে হবে !

ধরণী । শ্রমিকের দাবী—

সকলে । মানতে হবে !

[অনেক লোক আসিয়া জড় হইল]

ধরণী । ভাই সব ! মজদুরের রুটির লড়াই স্থরু হয়েছে। মজদুরের রক্তে যে মিল, মালিক তার লভ্যাংশ মজুরকে দিতে চায় না। তাকে দীনতম ভাবে বাঁচতে দিতে চায় না। আজ মজদুর ভাইদের বুঝতে হবে এ মিল তাদের। বুকের রক্ত দিয়ে এ মিল তারা চালু রেখেছে। তারা অনাহারে রোগে শোকে, জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে আর মালিক জোঁকের মত তাদের রক্ত শোষণ করে করে দিন দিন ফুলে উঠেছে। এ চলতে পারে না। এ চলতে দেওয়া উচিত হবে না। কংগ্রেস আজ ক্ষমতালোভী ধনিকের হাতের মুঠোর মধ্যে। সেখানে শ্রমিকের উদ্দেশ্যে শ্রেণীহীন সমাজ-গঠনের ফাঁকা বুলি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা হয় না। ভাই সব, বল চীৎকার করে—লাল ঝাণ্ডাকি জয় !

সকলে। লাল ঝাণ্ডাকি জয় !

অভিলাষ। হাঃ হাঃ হাঃ !

ধরণী। হাসছেন যে ?

অভিলাষ। আপনার বেশ জোরালো বক্তৃতা শুনে। সত্যি, শ্রমিকদের অশিক্ষিত কাঁচা মাথাকে গরম করে দেবার শক্তি আছে এতে।

ধরণী। তবু কংগ্রেস আজ আমায় পাত্তা দিলে না ! যারা একবার ওখানে স্থান পেয়েছে, কার সাধ্য তাদের নড়ায়। তাই আমি এ দলে যোগ দিয়েছি, আমি জানি, একদিন কংগ্রেস আমায় ডেকে নেবেই।

অভিলাষ। তা হলে কংগ্রেসে স্থান পাওয়াই আপনার বাসনা ! তবে সেখানে সোজাসুজি পাত্তা না পেয়ে, এই ভেক নিয়েছেন। স্বার্থসিদ্ধির দিক দিয়ে এ নিশ্চয়ই ভাল। রাজনীতির দাবাখেলায় এই মূর্খ অশিক্ষিত মানুষগুলোকে হাতের বোড়ে করে ভাল চালই দিচ্ছেন। তবে সন্দেহ হচ্ছে, কিস্তিমাৎ হবে কিনা !

ধরণী। মানে, আপনি সেই লোক যিনি শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে বারণ করে দিয়েছিলেন ! কিন্তু কেন ?

অভিলাষ। লক্ষপতির সন্তান হয়ে, নাম কেনবার সহজ উপায় হিসাবে আপনি শ্রমিক-নেতা সেজেছেন। আপনাদের উস্কানিতে তারা আরও কত নীচে নেমে যাচ্ছে তা দেখেছেন কি ? তারা দিন দিন কত বিশৃঙ্খল, কত অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য করেছেন কি ?

ধরণী। ওরা না খেতে পেয়ে আপনাদের মিলেব কাজ করে যাবে ; মালিক টাকা লুটবে আর ওরা কেবল নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইবে, এই কি আপনি চান ?

অভিলাষ। না, এ আমি চাইনি। কিন্তু ধর্মঘট আমি সমর্থন কবি না। ধর্মঘটে মালিকের সত্যিকার ক্ষতি কোথায় ? চুনোপুঁটি যারা সাবা জীবন না খেয়ে দুটো পয়সা নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে, তারা ধর্মঘটে অধঃপাতে যেতে পাবে, কিন্তু সত্যিকারের মালিক যারা তারা এতে টলে না। মিলেব কাজ বন্ধ করলে কষ্ট সহ্য করে মধ্যবিত্তেরা ; তারা প্রয়োজনের জিনিষ পায় না, আর সহ্য করে এই অশিক্ষিত মজুরের দল। না খেয়ে না খেয়ে এরা আবও বেশী কিছু পাবার সাধনা করে, আর আপনারা ভবা পেটে এদের উপবাসী থাকবার উপদেশ দেন।

ধরণী। কিন্তু কষ্ট না করলে এরা বাঁচবার অধিকার পাবে কেন ?

অভিলাষ। এ পথ পথ নয়। এদেব বাঁচবার অধিকার দাবী করতে শেখাতে হবে ; কিন্তু যে পথ আপনারা ধরেছেন, তাতে সমষ্টিগত ভাবে এরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। দেশের উৎপাদন শক্তি কমে যাচ্ছে, জনসাধারণকে আপনাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। কয়লা-খনির মজুর পরবার কাপড় পাচ্ছে না, আর কাপড়ের কলের মজুর

দৈনন্দিন প্রয়োজনের কয়লা পাচ্ছে না। মালিকেব ক্ষতি কোথায় ?

ধরণী। তবে কি করতে হবে ?

অভিলাষ। এদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, যাতে কবে মালিক কোন অত্যাচার করতে সাহস না পায়। কিন্তু মিলের কাজ বন্ধ হতে পারে না, দেশেব আজ প্রতিটি জিনিষেব প্রয়োজন।

ধরণী। এরা যদি নীরবে কাজ করে, মালিক এক পযসা দেবে না। এতদিন ত করত, তবে পেত না কেন ?

অভিলাষ। মজুরদেব জানতে হবে, বুঝতে হবে তাদের ন্যায্য দাবী। মালিকদেব বুঝিয়ে দিতে হবে ন্যায্য দাবী না দিলে তারা বাঁচতে পারবে না। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে হত্যা চাই। একজন মালিক মরবে, দু'জন মরবে, তারপর ভয় পেয়ে কাপুরুষের দল সব ঠিক হয়ে যাবে।

ধরণী। রট্! আপনার বাস্তব কোন ধারণা নেই।

অভিলাষ। আছে! আপনি বলবেন, ক্ষেপে না উঠলে মজুরদের দিয়ে কিছু করানো যাবে না। তাই ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য এই ধর্মঘটের আয়োজন। কিন্তু তা নয়, অশিক্ষায় অনাচারে এরা পশু হয়ে গেছে, এদের মাঝে আনতে হবে জ্ঞানের আলোক।

ধরণী। হাঃ হাঃ হাঃ!

অভিলাষ। আমি জানি, আপনাদের দিয়ে তা হবে না; কারণ তাতে নাম নেই, কষ্ট আছে। আর আপনারা নাম চান, কষ্ট স্বীকার করতে চান না; স্বার্থ চান, জাতির মঙ্গল চান না।

ধরণী। জানেন আমরা মার্কসিস্ট্। 'মার্কস্-ইজম্'কে আপনি ভুল বলতে চান?

অভিলাষ। 'ইজম্'এ ত অপরাধ নেই। আদর্শ যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা মহামানব। মানুষের তাঁরা মঙ্গলই চেয়েছেন। অপরাধ স্বার্থপর মানুষের; স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুবিধাবাদী মানুষ আদর্শের অপব্যাখ্যা করে আদর্শকে ছোট করে, নিজেকে ছোট করে, জাতিকে ছোট করে।

ধরণী। মজদুর ভাই সব! একে জেনে রাখ—মালিকের চর, শয়তান। তোমাদের ধর্মঘট ভেঙে পাঠশালায় যেতে বলে। ক্ষুধার্ত মানুষকে নীতিকথা বলে শান্ত হতে বলে।

শ্রমিক। যা যা শালা, ধম্মঘট চালাতেই হবে। লাল-ঝাণ্ডা বাবুরা ত কিছু কিছু দেয়, তাতেই বেশ চলে যায়। কি হবে দিনরাত খেটে? বিনি খাটনিতে যদি কিছু রোজগার হয়, কে খাটতে চায় বাবা! (বিড়ি ধরাইল)

অভিলাষ। দেখলেন, আপনারা রাজনীতির নামে এই মূর্খ মানুষগুলোকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছেন।

এদের কর্মশক্তি ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাকেও আপনারা ভেঙে দিতে চান।

এক জন। কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট এদের দিকে চায় না কেন ?

অভিলাষ। না না, আপনার অভিযোগ কংগ্রেস আপনার দিকে চাইল না কেন ? গভর্ণমেণ্ট আপনার দিকে চাইল না কেন ? আপনারা কেরাণী হবার জন্য লেখাপড়া শিখেছিলেন ; মাছিমারা কেরাণী হয়ে, একটি বিবাহ করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করবার সামর্থ্য ছিল ; গভর্ণমেণ্ট কেন সেই ব্যবস্থা করল না—সেই আক্রোশে আপনারা সমাজের প্রতিটি স্তরে আগুন জ্বালাতে চাইলেন মনের আগুন, হিংসার আগুন নেভাবার জন্য। কংগ্রেসের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য কংগ্রেস ! আজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রোশ নিয়ে, আপনারা নিজেদের অজ্ঞাতে মানুষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সুরু করেছেন— তাই না এ অনাসৃষ্টি।

ধরণী। মারো ওকে—মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডা।

অভিলাষ। হায় হতভাগ্যের দল, মানুষ ক্ষেপিয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ! না না, আমি প্রবন্ধ লিখব। কাগজে কাগজে এই নিয়ে প্রবন্ধ লিখব। দেশের উৎপাদন শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া চলবে না।

ধরণী। তাই করো, কলমবাজী ছাড়া আর কিই বা করবার আছে। যাও, যাও, ভেগে পড়। তবে একটা কথা

বলি—কংগ্রেসের হয়ে কিছু লিখ, না হলে কাগজ-ওয়ালারা ছাপবে না কিছুতেই। হাঃ হাঃ হাঃ!

শ্রমিক। একবার হুকুম দিন না বাবু, শালাকে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দি! আবার বড় বড় বুলি—আমাদের ভাল করতে চায়। অনেক শালা এল আমাদের ভাল করতে; কাজ আদায় করে সব শালা পালাল। আর উনি এলেন ভাল করতে! দেব শালার মাথা ফাটিয়ে।

ধরণী। ওদের মাথায় পা দিয়ে কংগ্রেসী নেতারা নেতা সেজে বসে। বলো সব লাল ঝাণ্ডা কি—

সকলে। জয়!

[অভিলাষ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

ধরণী। লাল ঝাণ্ডাকি—

সকলে। জয়!

[বেগে কল্পনার প্রবেশ]

কল্পনা। ওগো, তোমরা তাকে দেখেছ?

ধরণী। কে?

কল্পনা। সেই যে যার দেহে মনে সূর্যের দীপ্তি; অথচ আঘাত খেয়ে খেয়ে তার চোখদুটি করুণ ম্লান ব্যাথাতুর হয়ে উঠেছে।

ধরণী। সে ত আমি, আমারও ত মুখ করুণ।

কল্পনা। কিন্তু তোমার চোখে যে লালসার চিহ্ন, তোমার মুখে যে কামনার ছবি। ওঃ, তুমি দেশ-সেবক?

ধরণী। না, আমি শ্রমিক-নেতা। তুমি আমার বাড়ী চল। আমার বাবা রায় সাহেব বসুধারঞ্জন সেনগুপ্ত। আমার সহরের বিশাল প্রাসাদ—তুমি চমকে যাবে।

কল্পনা। যেমন করে চমকে গেছে এই হতভাগ্যের দল? তাই শ্রমিক না হয়েও তুমি শ্রমিক-নেতা হয়েছ। কিন্তু সে কোথায়? তোমরা কেউ তাকে দেখনি?

সর্দার। হ্যাঁ মা, তাকে দেখেছি।

কল্পনা। দেখবে বইকি বাবা। তোমাদের পুরাণো চোখ, সস্তার চটকদারী আলোতে তোমার পাকা চোখ ত ঝলসাতে পারে না। সে কোথায়?

সর্দার। চলে গেছে।

কল্পনা। চলে গেছে?

সর্দার। না মা, চলে যায়নি। আমাদের বুকের মাঝে যে তার আসন পাতা, তবু আমরাই ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। (ক্রন্দন)

কল্পনা। কেঁদোনা বাবা, আসন যদি পাতাই থাকে, তবে আসতেই হবে তাকে আবার তোমাদেরই কাছে।

সর্দার। বড় ব্যথা পেয়ে যে সে চলে গেছে মা।

কল্পনা। কোথায়?

সর্দার। তার ব্যথা সে জানাতে চায় খবরের কাগজে, বোধ হয় সেখানে সে জানাতে গেছে। মনের কথা বলবার জন্য বড় আশা করে সে এসেছিল আমাদের কাছে; শোনবারও ইচ্ছা ছিল আমাদের। কিন্তু

কেন জানি না, গলা ধাক্কা দিয়ে আমরাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। মুখ খুলতে চেয়েছিল সে ; আমরা বাধা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি।

কল্পনা। দুঃখ কোরো না বাবা। বন্ধ হবে না, তার মুখ বন্ধ হবে না, তার মুখ বন্ধ হবার নয়। একদিন তার যত কথা আমাদের শুনতেই হবে, না শুনে আমরা কি পারি ? তার আসন যে পাতা আছে আমাদেরই বুকে।

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

ধরণী। আমাদের দাবী—

সকলে। (নীরব)

ধরণী। আমাদের দাবী—

সকলে। (নীরব)

ধরণী। আমাদের দাবী—

সকলে। মানতে হবে !

ধরণী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

[চীৎকার করিতে করিতে সকলে চলিয়া গেল। সর্দার একটু দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে একজন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।]

(মঞ্চ ঘুরিতেছে)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খবরের কাগজের অফিস, সম্পাদকের ঘর।

[টেবিল চেয়ার খালি পড়িয়া আছে, এক কোণে র‍্যাকে স্তূপীকৃত অগোছাল কাগজ-পত্র, ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। একজন বেয়ারা প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেল; একটু পরে পুনরায় দুজন বেয়ারা প্রবেশ করিয়া টেবিল চেয়ার ঝাড়িতে লাগিল।]

প্রথম। সম্পাদক মশাই গেলেন কোথায়? ওদিকে বড়-বাবু ত তাঁকে অনবরত তল্লাস করছেন।

দ্বিতীয়। কে জানে কোথায়! আমি ত এই নিয়ে পঁচিশ বার এলুম আর গেলুম।

প্রথম। উনি ত সাধারণতঃ পাঁচটায় আসেন।

দ্বিতীয়। হুঃ, ওঁদের আবার নিয়ম! নিয়ম যত এই আমাদের বেলায়; পান থেকে চুণ খসলেই বিপদ। ওঁরা বড়লোক, তারপর লিখিয়ে লোক—একটা কথা বল্‌লে হয়ত ফস্‌ করে কি লিখে দেবেন; হাজার হাজার লোক তা জানবে, আর কত্তার মুখে পড়বে চুণ-কালি।

প্রথম। তাই নাকি!

দ্বিতীয়। আরে চুপ্‌ চুপ্‌—ওই সম্পাদক মশাই আসছেন।

[সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর প্রবেশ, মদ্যপান করিয়া তিনি টলিতেছেন।]

সম্পাদক। বেয়ারা!

দ্বিতীয়। হুজুর!

সম্পাদক। চা নিয়ে এস—জল্‌দি। দেশে মানুষ নেই, যত ভেড়া দিয়ে রাজ্যশাসন হচ্ছে; আজ কলমের খোঁচায় তাদের যমালয়ে পাঠাব। যাও, চা নিয়ে এস।

[দ্বিতীয় বেয়ারার প্রস্থান]

প্রথম। হুজুর, কত্তা আপনাকে ডাকছেন।

সম্পাদক। (বিরক্তি সহকারে)—কে ডাকছে ?

প্রথম। কত্তা মশাই।

সম্পাদক। অসময়ে এ তলব কেন বাবা? সবে মেজাজটা একটু বেগড়াবার চেষ্টা করছি, আজ দেশের ভেড়া-গুলোকে একটু ঠুকবো বলে; অমনি কত্তার ডাক —লে হালুয়া!

[চা লইয়া দ্বিতীয় বেয়ারার প্রবেশ]

দ্বিতীয়। বাবু, চা খান।

সম্পাদক। দে, (চা লইয়া) নাঃ, এটা তুই খা। (প্রথমকে)—চল বাবা, কোথায় যেতে হবে।

প্রথম। আসুন।

[সম্পাদককে লইয়া সে প্রস্থান করিল; দু'জন ভদ্র-লোক প্রবেশ করিলেন—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক গৌরাঙ্গ সেন আর তরুণ যুবক কুমারনাথ।]

কুমার। বেয়ারা! সম্পাদক মশাই কোথায়?

দ্বিতীয়। তিনি কত্তার ঘরে গেছেন। একটু বসুন বাবু, এখুনি আসবেন। [প্রস্থান]

গৌরাঙ্গ। যাক্ বাবা, তা হলে আজ দেখা পাওয়া গেল।

কুমার। অত আশা করবেন না। দেখুন কি অবস্থায় আছেন।

গৌরাঙ্গ। মদের কথা বলছ? আরে, কোন বড়লোক মদ না খায়। কিন্তু ভদ্রলোকের কলমের জোর আছে বলতে হবে; তা না হলে সেদিনকার কাগজ এই 'কালোবাজার', একে কোথায় দাঁড় করিয়েছে দেখ।

কুমার। তা সত্যি, কিন্তু বাজারে লোকটার বড় দুর্নাম, একটু চরিত্র-দোষ আছে নাকি।

গৌরাঙ্গ। আরে, রেখে দাও তোমার চরিত্র; আমাদের বড়াই করবার মধ্যে আছে ত ওই চরিত্র, তাই একগাল পান খেয়ে ভুঁড়ি সমেত হেল্‌তে দুল্‌তে অফিসে গিয়ে বড় সাহেবের পায়ে তেল দিই, আর বাড়ী ফিরে এসে গিন্নীর সংগে বংশ-বৃদ্ধি করি। রেখে দাও তোমার চরিত্র।

কুমার। যাই করুন উনি, ওঁকে খোসামোদ করে এ লেখাটা ছাপাতেই হবে।

গৌরাঙ্গ। আমার ভাই নোতুন বই বেরিয়েছে; নিজেই সমালোচনা লিখে এনেছি। রবিবারের কাগজে একে দিতেই হবে।

কুমার। নিজের বইএর নিজে সমালোচক?

গৌরাঙ্গ। নিজের ঢাক নিজে না বাজালে, বাজাবে কে শুনি?

কুমার। তা যা বলেছেন; এই দেখুন না এ লেখাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা অধ্যাপক কত প্রশংসা করলেন, আর 'রূপমতী' কাগজ একে "অমনোনীত" বলে ফেরৎ পাঠালে৻ একবার পড়ে দেখলে না, এতে সাপব্যাং কি আছে।

গৌরাঙ্গ। অথচ দেখ আমার বইএর এ সমালোচনা আমি প্রকাশ করবই। আরে, যে সব লেখা ছাপা হয়, তা ছাপবার আগে কেউ পড়ে নাকি! পড়ে কষ্ট করে কে? আর পড়লে বুঝবেই বা কে? আজকের দিনের পত্রিকাগুলোর দিকে চেয়ে এ কথাটা বোঝো না?

কুমার। কি জানি দাদা, ভগবান খোসামোদ করবার বিদ্যেটাও দেননি।

গৌরাঙ্গ। হায়রে, যত বড় পণ্ডিতই হও না কেন, যত ভালই লেখ না কেন, খোসামোদ করতে না পারলে পত্রিকা-সম্পাদকের সেন্সারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

কুমার। চুপ্ চুপ্, ওই সম্পাদক মশাই আস্‌ছেন।

[সম্পাদক টলিতে টলিতে প্রবেশ করিলেন]

সম্পাদক। দূর ছাই! যা ভেবেছিলুম সব উল্টে গেল; ভেবেছিলুম গভর্ণমেণ্টকে ঠুকবো আজকে, এদিকে কত্তা যে এম, এল, এ, হয়ে মন্ত্রী হবার সুযোগ

খুঁজছেন সে কথা ভুলেই গেছলুম। বড়লোকের খোসামোদ না করলে চলবে না—এই সহজ কথাটি মনেই ছিল না। ওদের টাকা আছে, তাই ঝুন্ঝুন্-ওয়ালা, আগরওয়ালা যত টাকাই ব্ল্যাক-মার্কেটে করুক না কেন, আমি কিছুই বল্‌তে পারব না।

গৌরাঙ্গ। আপনার কত নাম ; আপনার ভাবনা কি ? এক কাগজ থেকে সরলে কত কাগজ আপনাকে লুফে নেবে।

সম্পাদক। তা ত নেবেই, কিন্তু টাকা ত দেবে না ; আমারও সংসার আছে. আমার ছেলের অসুখ, আমার স্ত্রী প্রসূতি রোগাক্রান্ত, আমি সম্পাদক—ব্যস, একথা কেউ চিন্তাও করে না। (প্রথমকে লক্ষ্য করিয়া)—কে আপনি ? কি চান ?

কুমার। আমার একটা লেখা আপনার পত্রিকায়······

সম্পাদক। আর কোথাও লিখেছেন আগে ?

কুমার। না।

সম্পাদক। আচ্ছা, রেখে দিয়ে যান্, দেখব'খন।

কুমার। যদি একটু দয়া করে—

সম্পাদক। নিশ্চয়ই দয়া করব, যান্।

[কুমারনাথ নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল]

মূর্খের দল ! এখনও লিখে নাম করবার ইচ্ছা। কি করে বলি বলুন ত গৌরাঙ্গবাবু, এতে পয়সা নেই ; আর পয়সা যদি না থাকে, কেউ সম্মান করে না।

তোরা তরুণের দল, তোদের সাহস আছে, শক্তি আছে। যা চিন্তা করে কলম ধরেছিস, সেটা কাজে করগে যা ; তোরাও বাঁচবি, দেশও বাঁচবে।

গৌরাঙ্গ। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখবার লোভ সংবরণ করা কি সহজ কথা। কিন্তু যাই বলুন, ছোকরার মুখে চোখে দীপ্তি আছে, ওর লেখা নিশ্চয়ই ভাল হবে।

সম্পাদক। সেই জন্য ত আরও ছাপব না ; ওই সব ছেলে, ওরা যদি কাজে নামে কাজ হবে। মিথ্যে প্রেমের গল্প লিখবার সুযোগ দিয়ে ওদের জীবনটাকে নষ্ট করে দি কেন ?

গৌরাঙ্গ। তা না দিন, আমার একটা নিবেদন আছে।

সম্পাদক। বলে ফেলুন! আপনি ত ধীরে ধীরে এই যন্ত্রের পোকা হতে বসেছেন। আসুন, যত তাড়াতাড়ি এই অধোগতিটা হয়ে যায়, তার চেষ্টা করি।

গৌরাঙ্গ। যা বলেন, কালকে আমার একটা নোতুন বই বেরিয়েছে,—'ওগো নারী—ফিরে চাও'।

সম্পাদক। বাঃ বাঃ, বেশ বই! তা নারী কি ফিরে তাকাল ?

গৌরাঙ্গ। তার ত তত দরকার নেই ; এ দেশের মেয়ে—তারা ফিরে চাক্ আর নাই চাক্, মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধির পথে বাধা দেবার সাহস তাদের নেই, ইচ্ছাও নেই।

সম্পাদক। দুর্বল দেহে প্রবৃত্তির তাড়না একটু বেশী ; অভাবের তাড়নায় সংযমের চিহ্ন থাকবার উপায় নেই। আচ্ছা গৌরাঙ্গবাবু, এই ধরণের বই লিখে লিখে দেশটাকে ত জাহান্নামের পথে অনেক দূর এগিয়ে এনেছেন, আর কেন ?

গৌরাঙ্গ। আপনাদের প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ডেমন্‌স্ট্রেশন্ দেবার সুযোগ থাকে, তাই দেন ; আমাদের ত তা নেই। সামান্য গল্প-লিখিয়ে—তাই কাগজ কলমে যতটা হয়।

সম্পাদক। তা হলে বিয়ে করলেই পারেন।

গৌরাঙ্গ। বিয়ে-করা বউ নিয়ে রোমান্স হয় ? তা ছাড়া খাওয়াব কি ? চাকরি যোগাড় করতে পারিনি একটা ; প্রেমের গল্প লিখে কোন রকমে মেস-খরচা জোটে, ছেলে পড়িয়ে সিগারেট খাই ; সাহিত্যিকের বউ হয়ে যিনি আসবেন তাঁর এক-জোড়া জুতোর দামই আমার সারা মাসের লেখা থেকে হয়ে উঠবে না।

সম্পাদক। ভাইরে, সব মেয়ে এক নয়। মেয়েদের না জেনেই আপনারা সব কিছু ঠিক করে বসে আছেন, অথচ গর্ব করেন আপনারা স্ত্রী-চরিত্র-বিশারদ। যাক্ মোদ্দা কথাটা হচ্ছে আপনার উপন্যাসের সমালোচনা ছাপাতে হবে।

গৌরাঙ্গ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজেই লিখে এনেছি।

সম্পাদক। বেশ করেছেন, অনর্থক মিথ্যে কথাগুলো আর আমাকে লিখতে হবে না।

গৌরাঙ্গ। আপনি লিখবেন কেন? লেখবার লোকের কি অভাব!

সম্পাদক। তা বটে, ইংরেজ গভর্ণমেন্ট আর যত ক্ষতিই করুক, শিক্ষার মধ্য দিয়ে কেরাণীবংশ বৃদ্ধির এমন ব্যবস্থা করে গেছে, যাতে করে মুটে-মজুরের চেয়ে কেরাণী সুলভ হয়ে গেছে। তাই তথাকথিত সাহিত্যিক আর সমালোচকও সৃষ্টি হয়েছে লাখে লাখে।

গৌরাঙ্গ। আপনি জার্নালিস্ট্ হয়ে এত সিনিক্ হলে চলবে কেন?

সম্পাদক। না হয়ে উপায় নেই ভাই। প্রেসের স্বাধীনতা নেই; যেটুকুও আছে, কর্তার গভর্ণমেণ্টকে তেল-যোগানোর খাতিরে সেটুকুও ব্যবহার করতে পারি না। তাঁর আত্মীয়-পোষণের জ্বালায় কাজের জায়গায় কাজের লোক পাই না, তাঁর শ্যালক বা তস্য পুত্র বিরাজ করেন। যেটুকু বাকী থাকে, পা-চাটা কুকুরের দল তাও পূরণ করে; তারা 'জার্ণালিজম্' কাকে বলে জানে না, কোন সংবাদ কি ভাবে পরিবেশন করতে হয় তার খবর রাখে না, রাখতে চায়ও না। এমন সব 'তারকা' দিয়ে বেষ্টিত থাকলে 'সিনিসিজম্' না এসে উপায় নেই ভাই।

গৌরাঙ্গ। আমার বইএর সমালোচনাটা—

সম্পাদক। প্রকাশ করে দেব।

[ঘণ্টা টিপিলে একজন বেয়ারা প্রবেশ করিল]

ওরে, এই লেখাটা হরিপদ বাবুকে দে ; বলে দে, রবিবারে প্রকাশ করতে হবে।

গৌরাঙ্গ। ধন্যবাদ।

সম্পাদক। ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। না না, ধন্যবাদ দিন ; খোসামোদ বেশ লাগে, তা ছাড়া এ সমস্ত মিথ্যা কথা দেশকে জানিয়ে দিচ্ছি ; দেশের সর্বনাশ হয়ত হচ্ছে। আমি ধন্যবাদ পাব না ত কে পাবে ?

[বিখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক বীরেশ লাহিড়ী ও চিত্রতারকা সুপ্তারাণীর প্রবেশ]

সম্পাদক। আসুন ! আসুন ! তারপর কি ব্যাপার ?

সুপ্তারাণী। আমার নোতুন বইটা দেখেছেন, সম্পাদক মশাই ?

সম্পাদক। দেখেছি বইকি, তবে 'ট্রেড শো'তে যেতে পারিনি।

সুপ্তারাণী। এখনও 'রিভিউ' বার করলেন না যে ? জানেন, আপনার অভিমতের আমি কত মূল্য দি।

সম্পাদক। তাই নাকি ! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সত্যি কথা ত আমি লিখি না।

সুপ্তারাণী। মানে ?

সম্পাদক। মানে, সত্যি কথা ত আপনারা চান না।

বীরেশ। কিন্তু এ ছবিটা সম্বন্ধে আপনার অভিমত—

সম্পাদক। আপনি লেখক নন, কাহিনী লিখেছেন ; ব্ল্যাক-মার্কেটে পয়সা করেছেন, তাই আপনি প্রোডিউ-সার্ ; যেহেতু আপনি প্রোডিউসার্, তাই আপনি পরিচালক। কিছু মনে করবেন না সুপ্তারাণী, যেহেতু সুপ্তারাণীর সংগে আপনার ঘনিষ্ঠতা, তাই তিনি 'হিরোইন্'। কিন্তু যেহেতু এ সম্বন্ধে আপনি কিছু চিন্তা করেন না, এবং করা প্রয়োজন বোধ করেন না, তাই ছবি ভাল হয়নি। যেহেতু আপনি নিম্নশ্রেণীর রসের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাই নিম্নশ্রেণীর দর্শক, যাদের সংখ্যা বেশী, তারা আনন্দ পাচ্ছে ; আপনিও টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু ঘাবড়াবেন না বীরেশবাবু, একথা আমি বাইরে বলব না। আমি যা বলব তা হচ্ছে—'আপনি প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, আপনার উন্নতি একদিন হবেই ; চিত্র-তারকা সুপ্তারাণীর অভিনয়-মাধুর্যে আমরা মুগ্ধ।'

সুপ্তারাণী। কাল রাতে আমার বাড়ীতে একটা পার্টির আয়োজন করেছি ; আপনি আমার প্রধান অতিথি। আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে।

সম্পাদক। যাব আমি, আপনার সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারব না।

বীরেশ। আমার ছবির সমালোচনা এই রবিবার বেরুবে ত ?

সম্পাদক। আচ্ছা।

[নমস্কার করিয়া বীরেশ লাহিড়ী ও সুপ্তারাণীর প্রস্থান]

সম্পাদক। দেখলেন গৌরাঙ্গবাবু, সম্পাদকের সুখ।

গৌরাঙ্গ। সুখই ত মশাই; চিত্রতারকা সুপ্তারাণীর নিমন্ত্রণ কটা লোকের ভাগ্যে ঘটে!

সম্পাদক। হয়ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কিন্তু মনকে কোথায় নামিয়ে এ সবে যোগ দিতে হয়, যদি ভাবতে পারতেন তবে শিউরে উঠতেন।

গৌরাঙ্গ। তবে যান কেন?

সম্পাদক। সত্যি কথা বললে অন্য কাগজের সম্পাদকরা আমার নামে মানহানির মামলা করবেন, তবে এটুকু বলি—ঘরে রুগ্না স্ত্রীর সাহচর্য, অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তার চেয়ে এদের চোখ-ধাঁধাঁনো রূপের মধ্যে বসে কক্‌টেলের আস্বাদ একটা মাদকতা আনে। প্রাণ না এলেও দেহ হয়ত মাঝে মাঝে আসে, পশুবৃত্তি পরিতৃপ্ত না হলেও শ্রান্ত হয়ে আসে।

[দেশ-সেবক তরুণ রায়ের প্রবেশ]

আসুন, আসুন তরুণবাবু! আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক গৌরাঙ্গ সেন; এঁর নবতম উপন্যাস—'ওগো মেয়ে—ফিরে চাও'। আর ইনি তরুণ রায়—এতদিন ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে কৃষক-মজদুর দল বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল কোন দলে যোগ দেবেন তার চিন্তা

করছেন ; কখন একে, কখনও ওকে তীব্র আক্রমণ করছেন। এঁর বক্তৃতার শক্তি অপূর্ব। এখনও কোন দল এঁকে ডাকেননি ; তবে ইনি আশা রাখেন, শিগ্‌গীরই আহ্বান পাবেন কংগ্রেসের কাছ থেকে ; মন্ত্রী হবারও আশা রাখেন ভবিষ্যতে।

গৌরাঙ্গ। নমস্কার তরুণবাবু, আপনার সংগে আলাপ হয়ে ভারী খুসী হলুম।

তরুণ। জানেন, আমি আপনার লেখার একজন প্রকাণ্ড ভক্ত। আপনার 'ওগো মেয়ে—ফিরে চাও' আমায় যে কি আনন্দ দিয়েছে তা কি বলব। রাত্রিবেলা বড় লোকের একমাত্র মেয়ে স্বপ্না যখন তার দীন-দরিদ্র অথচ প্রতিভাবান বন্ধু অমিতের ঘরে ঢুকে তার মাথায় হাত বুলুচ্ছে—তার মুখে যে সমস্ত কথা দিয়েছেন, তাতে নারীর প্রতি আপনার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

সম্পাদক। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

তরুণ। হাসলেন যে ?

সম্পাদক। গৌরাঙ্গবাবুর সমজদার দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি হেসে ফেলেছি।

তরুণ। সে কথা যাক্। কাল গান্ধী পার্কে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, ওটা ছাপাননি যে ?

সম্পাদক। দিয়েছিলেন বুঝি ?

তরুণ। মানে, আমার বক্তৃতার আপনি খবরও রাখেন

না? আচ্ছা, এই নিন আমার বক্তৃতার কপি; আশা করি, কালকের কাগজে এটা……

সম্পাদক। নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

তরুণ। আর হ্যাঁ, এই নিন একটা ব্লক—আমার ফটো। বক্তৃতার সংগে ছাপিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

সম্পাদক। আচ্ছা।

তরুণ। তা হলে চলি সম্পাদক-মশাই! আসুন গৌরাঙ্গ-বাবু, উঠবেন নাকি?

গৌরাঙ্গ। হ্যাঁ, আচ্ছা, (নমস্কার)—চলি তা হলে।

সম্পাদক। আচ্ছা নমস্কার। (প্রতিনমস্কার)

[একটি লোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল; তাহার পরণে শতছিন্ন মলিন কাপড়-জামা, মাথার চুল অবিন্যস্ত, পায়ের আঙুলগুলো যেন বিদ্রোহ করিয়া শত-তালি দেওয়া জুতাজোড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।]

সম্পাদক। কে তুমি?

লোকটি। আমি বাস্তুহারা।

সম্পাদক। এখানে কেন?

লোকটি। একদিন আমার সব ছিল—সাজানো সংসার, গোয়াল-ভরা গরু, গোলা-ভরা ধান, ক্ষেত-ভরা সব্জী—আর আজ শয়তানেরা স্ত্রীকে হত্যা করেছে চোখের সামনে; মেয়েকে চোখের সামনে উলঙ্গ করে তার নারীত্বকে চরম অপমানিত করে তাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে; আমার হাত ভেঙে

গেছে। লেখাপড়া ছেড়ে ছেলেটা চানাচুর বিক্রী করে, পোড়া পেটের ক্ষিধে তবু মেটে না। আপনি দেশের ভাগ্যবিধাতা—এত বড় কাগজের সম্পাদক; তাই আপনার কাছে……

সম্পাদক। কেন? আমাব কাগজে পুনর্বসতি মন্ত্রীদের বাণী শোননি? তিনদিন ধবে তাঁব সেক্রেটারী সেটা তৈরী করেছে। আমি যা কবতে পারি সে হচ্ছে তোমাদের বড় বড় মহানেতাব বাণী শোনানো—সে ত শুনিয়ে দিয়েছি। আবাব কেন?

লোকটি। শুধু বাণী—আর কিছু নয়?

সম্পাদক। না; দেখ, যদি সত্যিকারের উপকার চাও, তা হলে যে মন্ত্রী গদিচ্যুত বা যিনি গদী পেতে চান, যার চাকরী গেছে বা যে চাকরী পেতে চায়, তার কাছে যাও। নিজেদের স্বার্থে তারা তোমাদের ভাল করতে না পারুক, যারা গদীতে আসীন তাদেব বিরুদ্ধে এত কথা বলবে যাতে করে তোমরা ক্ষণিক শান্তি পেতে পার; কিন্তু গদীতে যারা আছে, ভাল করবার তাদের শক্তি নেই, দৃষ্টিও নেই। তারা নিজেদের পেট ভরাতে পারে; যারা দুর্বল, তাদের সর্বনাশ করতে পারে; কিন্তু কারুর ভাল করতে পারে না। কোথাও বা হাত-পা বাঁধা, আর কোথাও ভাল করবার প্রেরণাই নেই। যাও, মিথ্যে সময় নষ্ট করো না।

[লোকটি কাতর চোখে চাহিয়া চলিয়া গেল। সম্পাদক লিখিতে সুরু করিলেন, হঠাৎ কলম রাখিয়া দরজার দিকে চাহিলেন ; আবার কলম লইয়া লিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে অভিলাষ প্রবেশ করিল।]

সম্পাদক। কে ?

অভিলাষ। আমি অভিলাষ।

সম্পাদক। কি চাই ?

অভিলাষ। প্রকাশ করতে চাই। যত কিছু অত্যাচারে, অবিচারে আজ নিপীড়িত জনসাধারণ ব্যাকুল হয়েছে, তার প্রতিকার চাই।

সম্পাদক। লিখে দুঃখ দূর করবেন ?

অভিলাষ। হ্যাঁ, আমার কথা মানুষের বুক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু বাধা পেয়ে আবার নীরব হয়ে যায়। আমি চীৎকার করে বলতে চাই। মানুষ শুনুক তার নিজের কথা। সে সাহস পাবে……

সম্পাদক। আপনার গলায় বক্তৃতার সুর আসছে।

অভিলাষ। যে কথা বলতে চাই তা বলার আগে এত কথা এসে গলায় জমে ওঠে, তাই বলাটা আবেগে বক্তৃতা হয়ে যায়।

সম্পাদক। আপনি কি করেন ?

অভিলাষ। অনেক কিছু করবার জন্য আমার জন্ম ; অনেক কিছু করবার ছিল। অনেক কিছু করবার স্বপ্নও দেখি ; তাই যে দিকে আলো দেখি, সে দিকে

হাত বাড়িয়ে ছুটে যাই; কিন্তু ফিরে আসতে হয় ব্যর্থ হয়ে; আর সংগে সংগে দুই কাঁধে ঝুলিয়ে আনতে হয় অপমানের দুটি বোঝা।

সম্পাদক। আপনি ফিরে যান। আপনার লেখা আমি প্রকাশ করতে পারব না।

অভিলাষ। আমার অপরাধ?

সম্পাদক। আপনার অপরাধ—আপনি মানুষের ভাল করতে চান। পৃথিবী গর্ব করে, সে উন্নতির পথে চলেছে। কিন্তু মানুষের টুঁটি টিপে, তার মনের কথা প্রকাশ করতে না দিয়ে, আপনার মত জাহির করাই তার প্রবৃত্তি। এর নাম 'পলিটিক্স্'। এখানে নীচতা, হীনতা, ষড়যন্ত্র আছে। আপনি সরল, আপনি তা পারবেন না। আপনি শুধু ভাল করতে চান; তা হয় না, আপনি ফিরে যান।

অভিলাষ। ফিরে যাব! আমার এই লেখা—এর মধ্য দিয়ে আমি অনেক কথা বলেছি।

সম্পাদক। কেউ এ পড়বে না। যারা এ অনুভব করে, তারা সব মূর্খ; তাদের এ পড়বার সামর্থ্য নেই। আর যারা পড়তে পারে, তারা নিজেদের এত চালাক ভাবে যে আপনার এ লেখা পড়ে হাজারটা দোষ বার করে দেবে, কাজে কিছু করবে না।

অভিলাষ। আপনি আমায় এত হতাশ করবেন?

সম্পাদক। আপনার চোখে দীপ্তি আছে। তাই আরও

হতাশ হবার সুযোগ দিয়ে সে দীপ্তিকে আমি নিভিয়ে দিতে পারব না। আপনি চলে যান। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবার দিন আসেনি। যদি কোনদিন আসে, আমি নিজে খুঁজে যাব আপনার দরজায়; আপনার এ লেখা নিয়ে আসব মাথায় করে। আজ নয়!

অভিলাষ। আমায় কি কেবল ব্যর্থতা নিয়েই ফিরে যেতে হবে সম্পাদক!

সম্পাদক। কি করব ভাই! বুঝি সব, জানি সব; হাত পা যে বাঁধা। তাই জেনে শুনে অন্যায় করতে হয়। তা না হলে সব কিছু উল্টে গিয়ে সর্বনাশের পথ হয়ত আরও প্রশস্ত হয়ে যাবে। মানুষ আজ বড় নীচ, বড় হীন হয়ে গেছে; উদ্ধারের আশা নেই। কামনা তাদের টেনে টেনে কোথায় নামাচ্ছে! বুঝি ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বৃহৎ স্বার্থ অসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। (হঠাৎ থামিয়া)—না না না ভাই, তুমি যাও।…(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

অভিলাষ। গুরুদেব!

[মাথা নীচু করিয়া অভিলাষ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সম্পাদক তাঁহার চেয়ারে বসিয়া লিখিবার চেষ্টা করিলেন, একটু পরে কলম রাখিয়া দিলেন। তাঁহার চোখদুটি জলে ভরিয়া গেল; ধীরে ধীরে তিনি টেবিলে মাথা রাখিলেন। একটু পরে কল্পনা প্রবেশ করিল।]

সম্পাদক। (চমক)—কে ?

কল্পনা। আমি কল্পনা। অভিলাষ এসেছিল ?

সম্পাদক। এসেছিল, তবে চলেও গেছে ব্যর্থ হয়ে। আমি তার কথা প্রকাশ করতে পারিনি।

কল্পনা। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ ?

সম্পাদক। আগে হলে টুঁটি টিপে তাড়াতুম। এখন ভাল কথায় চলে যেতে বলেছি। হয়ত পরিবর্তন আসছে। হয়ত পৃথিবী—

কল্পনা। তার লেখা ছাপবে না ?

সম্পাদক। (নীরব—একটু পরে) পারি ! যদি (নীরব)—যদি সে লেখা নিয়ে আজ রাত্তিরে তুমি আমার বাড়ীতে—

কল্পনা। আপনার স্ত্রী নেই ?

সম্পাদক। চিররুগ্না,—আমায় প্রেরণা দিতে পারে না।

কল্পনা। আমিও পারব না।

সম্পাদক। তা আমি জানি ; কিন্তু সেজন্য ত তোমায় ডাকছি না। মৃতস্তুপের মধ্যে যারা নড়ে বেড়ায় তাদের প্রতি দৃষ্টি পড়া উচিত তাদের, যারা সত্যি প্রাণবান। ওদের হাত ধরে চালিয়ে নেবার ইচ্ছাও জাগা উচিত।

কল্পনা। কিন্তু মৃতস্তুপের মধ্যে জীবন্তের সাড়া নেই ; সেখানে প্রেতযোনি ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভাল করতে গেলে তারা টেনে নামায়।

সম্পাদক। না হয় নামবে! কি লাভ ওপরে থেকে, যখন সবাই স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে সর্বনাশের মহাসমুদ্রের দিকে।

কল্পনা। আমি যে কল্পনা!

সম্পাদক। তোমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে কল্পনা। আমরা পত্রিকা-সম্পাদক, মানুষের নাড়ী-নক্ষত্র আমাদের জানা আছে; তোমার কল্পনা হয়ত বাস্তবে পরিণত হবে না। তার চেয়ে, আমার রুগ্ন স্ত্রী—এস না, এক রাত্রের অতিথি হয়ে আমার জীবনটাকে এক রাত্রের জন্য মধুর করে তোলো না।

কল্পনা। আমি যে কল্পনা, সম্পাদক! (নেপথ্যাভিমুখে)—অভিলাষ! অভিলাষ! অভিলাষ!

[কল্পনা বেগে প্রস্থান করিল; সম্পাদক গোপন স্থান হইতে মদ্য বাহির করিয়া পান করিতে লাগিলেন।]

(মঞ্চ ঘুরিতেছে)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—কারাগার।

[নাট্যকার শুইয়া আছেন ; অভিলাষ ও কল্পনা দুই জনে প্রবেশ করিল। দুজনের চোখে জল ; কে আগে নাট্যকারকে আহ্বান করিবে তাই তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে। নাট্যকার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, জোর করিয়া যেন অবসাদ ও হতাশা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।]

নাট্যকার। ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

অভিলাষ। গুরুদেব!

নাট্যকার। এস, এস, এস তোমরা। একি, তোমাদের চোখে জল। না না, ছি ছি—মুছে ফেল অশ্রুধারা। রজনীগন্ধা যদি নাই বা এল, রক্তজবার মালা ত গাঁথতেই হবে।

অভিলাষ। নাট্যকার—গুরুদেব! তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গেছি দিকে দিগন্তরে; যতবার হতাশায় চিত্ত ভরে গেছে চীৎকার করে বলেছি—

যৌবনেরই পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপক তানে উঠুক ধ্বনি দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে তোমার জয়শঙ্খ।

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি, গুরুদেব। পাপগ্রস্ত ধ্বংসোন্মুখ এই দেশকে আশীর্বাদ করলে অভিশাপ হয়ে যায়। সব স্বার্থপর—শুধু অভিনয়; শ্রদ্ধা নেই, ভালবাসা নেই—স্বার্থের জন্য মানুষ শুধু অভিনয় করে চলেছে।

নাট্যকার। কল্পনা!

কল্পনা। গুরুদেব!

নাট্যকার। তুমিও কি ব্যর্থ মা?

কল্পনা। আমার প্রতিষ্ঠা আপনার বুকে, আপনার কাছে কি তা অজ্ঞাত?

নাট্যকার। আমি জানি মা, আমি জানি; কিন্তু সে কথা চিন্তা করতেও পারি না।

কল্পনা। হ্যাঁ গুরুদেব, মৃত সমাজের গলিত শবদেহে কামনার কৃমিকীট কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ আছে যার, সে চমকে ওঠে; মন যার আছে, সে

ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মৃত সমাজের গলিত দেহে প্রেতযোনি ভর করেছে ; তাই তার বীভৎস দেহকে নিয়ে তার বিকৃত বুদ্ধির পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করে না।

নাট্যকার। না মা, না, হতাশ হয়ো না ; ব্যাধি দুরারোগ্য, তবু চেষ্টা চাই। তোমরা দুজনে যদি মিলিত হও, তোমাদের যদি থাকে উচ্চাভিলাষ, একদিন তা পূর্ণ হবেই। বলো—

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—তুমি আছ,
আমি আছি।

কল্পনা। গুরুদেব !

নাট্যকার। বলো "জয় জয়", বলো "নাহি ভয়"—
কালের প্রয়াণপথে,
আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে,
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়
থর থর করি উঠুক পরাণ প্রান্তরে পর্বতে।

[নেপথ্যে বিরাট কোলাহল; অভিলাষ ও কল্পনা অন্তর্হিত হইল। নাট্যকার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধীরে ধীরে পশ্চাদ্‌ভাগের মঞ্চপটের সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে অগণিত স্ত্রী ও পুরুষের দর্শন মিলিল—তাহাদের ভাবভঙ্গীতে উত্তেজনা পরিস্ফুট।]

১ম দর্শক। নাট্যকার!

নাট্যকার। (চমক)—কে?

১ম দর্শক। আমরা তোমার নাটকের দর্শক। এ কি নাটক লিখেছ নাট্যকার! তোমার নাটকে নাটকের আঙ্গিক কোথায়? কাহিনী কোথায়?

নাট্যকার। আজকের দিনে কাহিনী ভাবতে কি পারা যায়! সমাজের ঘরের মাথায় লেগেছে আগুন—জল ঢালতে হবে। অগ্নিদগ্ধ বজ্রাহত মানুষের দিক-নির্ণয় করবার কি শক্তি আছে? বসে বসে কাহিনী রচনা করবার সময় কোথায়—সাধ্য কই?

২য় দর্শক। কাহিনী না হলে নাটক জমবে কেমন করে?

নাট্যকার। আমিও মানুষ, আমারও মন আছে; বল ত তোমরা, চারিদিকে এত ধ্বংসের প্লাবন। এর মাঝে বসে আমি কাহিনী রচনা করি কেমন করে?

১ম দর্শক। তুমি না নাট্যকার বলে গর্ব কর! তুমি না পথিকৃৎ! তুমি না স্রষ্টা।

নাট্যকার। তাই ত এ নোতুন সৃষ্টি। প্রাণ দিয়ে অনুভব কর, এর প্রতিটি বাক্যে আছে সংঘাত—সংঘাতময় জীবনের ছবি।

১ম নারী। চুপ কর নাট্যকার, তোমার নাটকে প্রেম নেই, বিরহ নেই—এটা কি নাটক?

নাট্যকার। এই কি প্রেমের সময়? এই কি বিরহের সময়? ধ্বংসমুখী জাতিকে বাঁচাতে হবে। এখন কি কোন চিন্তাশীল কবি প্রেমের অশ্লীল ছবি মানুষের সামনে ধরতে পারে?

২য় নারী কি বলছ নাট্যকার! নরনারীর মিলন চিরন্তন; মহাকবি কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সবাই এই বিরহ-মিলন-গাথায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছে।

নাট্যকার। ওগো, যুগের কথা চিন্তা কর। সে যুগ আর এ যুগ—আজকের মানুষ কোথায় নেমেছে!

১ম নারী। তবুও মিলন-বিরহ কাব্যের উপাদান। যে কোন বাংলা উপন্যাস, চিত্রের দিকে দেখ—ঐ একই কথা।

নাট্যকার। বদলাতে হবে—ঐ ধারা বদলাতেই হবে; তা না হলে জাতি বাঁচবে না।

৩য় দর্শক। আরে চুপ্ কর্, চুপ্ কর্। শালা দু'টাকা গাঁটের কড়ি খরচা করে তোমার সস্তা বক্তৃতা শুনতে এসেছি? নাচ্—নাচ্ লাগাও বাবা, ওসব বক্তিমে শুনতে চায় কোন শালা? দেশে কি মেয়ের অভাব? না খেতে পেয়ে আজ তারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে; তাদের নাচাতে পার না, নাটক লিখতে এসেছ!

নাট্যকার। যাও, চলে যাও সব; আমার নাটক তোমাদের দেখতে হবে না। যাও, চলে যাও।

সকলে। এত বড় আস্পর্দ্ধা! দেখি, তোমার নাটক কেমন করে অভিনীত হয়। প্রোডিউসার্, প্রোডিউসার্!

[প্রযোজক বেগে প্রবেশ করিলেন]

প্রযোজক। আমায় ডাকছেন?

১ম দর্শক। জনগণের দাবী মানতে হবে; এমন নাটক তুমি দেখাতে পারবে না। তোমার মঞ্চে আমরা আগুন ধরিয়ে দেব।

প্রযোজক। না না, আমি এখনই এ নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেব। নাট্যকার। নাট্যকার!

নাট্যকার। ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন,
উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

প্রযোজক। বার বার বলেছিলাম নাট্যকার, এমন নাটক লিখো না; প্রেমের কাহিনী লেখ। কি দরকার এমন সব চিন্তার!

নাট্যকার। চুপ কর, চুপ কর প্রযোজক। তুমি ব্যবসায়ী, তুমি মানুষের মঙ্গল চাও না ; তোমার টাকা চাই। কিন্তু আমি যে কবি, আমি যে ক্রান্তদৃক্। ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে বাঁচাবার জন্য আমি যদি চেষ্টা না করি ত কে করবে ?

প্রযোজক। কিন্তু তোমার নাটকের যে অভিনয় হবে না।

নাট্যকার। নাই বা হল। দাও, দিয়ে দাও আমার নাটক ; আমি তোমাকে আমার নাটক অভিনয় করতে দেব না।

প্রযোজক। কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দেবে—এই ত তোমার বাসনা ; যদি অভিনীতই না হল, এর মূল্য রইল কোথায় ?

নাট্যকার। এর মূল্য দেবে মহাকাল ; আরও আঘাত প্রয়োজন এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির। আঘাতে আঘাতে এর মালিন্য একদিন যাবে ঘুচে, তখন মানুষ দেবে আমার মূল্য। আমি দুঃখ করি না প্রযোজক, তুমি—তোমরা আমার মূল্য দিলে না ; কিন্তু মহাকাল আমার মূল্য দেবেই।

[নেপথ্যে] প্রোডিউসার্, নোতুন নাটক অভিনয় কর ! নোতুন নাটক অভিনয় কর !

নাট্যকার। চুপ কর অর্বাচীনের দল ! আমি এখনও তোমাদের সামনে, শ্লীলতার, শালীনতার জ্ঞানটুকুও তোমাদের নেই ?

সকলে। না নেই, মার জুতো নাট্যকারের মুখে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা, আমরা এরোপ্লেনে চড়ে

সারা পৃথিবী ঘুরি ; আর তুমি এসেছ আমাদের শিক্ষা দিতে ! আমরা বুঝি না, নয় ?

নাট্যকার। অজ্ঞতা সকল প্রতিকারের পথ নিজের হাতে বন্ধ করে নিজের গলা নিজে টিপে মারে। ভগবান !

সকলে। আবার উপদেশ ! মার জুতো, মার শালাকে···

[একজন দর্শক জুতা নিক্ষেপ করিল, নাট্যকার যেন আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধীরে ধীরে উঠিলেন ; দেখা গেল, তাঁহার কপাল হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।]

নাট্যকার। এই আমার আশীর্বাদ, প্রযোজক, এইটেই আমি চেয়েছিলাম। এরা এখনও বেঁচে আছে, তাই আরও নীচে নামবার শক্তি আছে এদের ; আর তাই ওঠবারও আশা আছে।

সকলে। বেরিয়ে যাও নাট্যকার, বেরিয়ে যাও ! কেউ তোমাকে চায় না।

নাট্যকার। (চমক)—অ্যাঁ ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[সূক্ষ্ম পর্দার পিছনের মানুষগুলি সরিয়া গেল—পূর্ব দৃশ্য]

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—এই আমার আশীর্বাদ ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। বাবু ! বাবু !

নাট্যকার। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ······

প্রহরী। বাবু পাগল হো গিয়া।

[নাট্যকার তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই প্রহরী ভয় পাইয়া বেগে পলায়ন করিল।]

নাট্যকার। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিন্তু আমি থামব না। হে অনাগত কালের সন্তানগণ! আমার রচনা তোলা রইল তোমাদের জন্য। তোমারা পড়বে, জানবে—কত নীচে নেমেছিল তোমাদের পূর্বপুরুষ। আর তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল যারা, তাদের ভাগ্যে জুটেছিল শত অপমান, শত অত্যাচার, শত অবিচার। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! তবু তারা দমেনি, অজ্ঞানতার অন্ধকারের বুকে আলোর স্রোত আনবার চেষ্টা করেছিল প্রাণপণে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অফিসার। (বেগে প্রবেশ করিয়া)—নাট্যকার!

নাট্যকার। না না, তোমরা চলে যাও। আমি কাউকে চাই না; আমি কাউকে চাই না। (থুতু দিতে উদ্যত)—আমি যা দেখছি, লিখে রাখছি। আমি জানি, তোমরা এর মূল্য দেবে না; এর মূল্য দেবে মহাকাল। তোমরা চলে যাও। আমার নাটক তোমাদের দেখতে হবে না; তোমরা চলে যাও।

অফিসার। নাট্যকার!

নাট্যকার। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! চলে যাও। আমি তোমাকে আমার নাটক দেখতে ডাকিনি। যাও, চলে যাও। তা না হলে—

[নিজের হাত কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিলেন]

অফিসার। ওরে, হাতকড়িটা নিয়ে হাতে লাগিয়ে দে। বাবু পাগল হয়ে গেছেন।

[প্রহরী হাতকড়ি লইয়া প্রবেশ করিতেছে]

নাট্যকার। (দেখিয়া)—না না; আমার হাত বেঁধে দিও না; আমি লিখব, আমি লিখব। আমায় লিখতে দেবে না? না না, আমি লিখব। আমার বিচারক অনাগত জাতির ভাগ্যবিধাতার দল। হে অনাগত ভবিষ্যৎ সন্তানের দল! তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি এই পাণ্ডুলিপি। তোমরা আমার বিচার কোরো! তোমরা আমার বিচার কোরো! তোমরা আমার বিচার করো!

[নাট্যকার স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, হাতে হাত-কড়ি। ধীরে ধীরে তাঁহার মাথা নামিয়া আসিল। মঞ্চের আলোক ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।]

যবনিকা